

এসাইলাম আবেদন ফের চালু

৩৯ দেশের ওপর দেয়া নিষেধাজ্ঞা বহাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় ও অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদনের ওপর আরোপিত স্থগিতাদেশে আংশিক পরিবর্তন আনল ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্ক সিটির আশ্রয়কেন্দ্র ঘিরে দুর্নীতি, ৪ গ্রেপ্তার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির গৃহহীনদের আশ্রয়কেন্দ্র বা শেল্টার হাউজ পরিচালনা ঘিরে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগে ফেডারেল তদন্তে নতুন মোড় এসেছে। একটি বেসরকারি সংস্থাকে কেন্দ্র করে অর্থ লেনদেন ও অনিয়মের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা সিটির প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্রুকলিনভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা বিএইচআরএজিএস *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

■ Vol. 30 ‖ Issue 28 / April 06, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ২৮ ‖ সোমবার, এপ্রিল ০৬, ২০২৬, চৈত্র ২৩, ১৪৩২ ‖ শাওয়াল ১৭, ১৪৪৭

মেডিকেইডে ৮০ ঘণ্টা কাজের শর্ত!

স্বাস্থ্যসেবা হারাতে পারেন লাখো মানুষ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে স্ন্যাপ বা ফুডস্ট্যাম্প সুবিধাভোগীদের মতো এবার নিম্নআয়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি মেডিকেইডে সুবিধা রক্ষায় এখন থেকে মাসিক ৮০ ঘণ্টা কাজের শর্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে। যা নিয়ে ইতোমধ্যেই উদ্বেগ বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষরিত নতুন আইনের অধীনে এখন অনেক উপকারভোগীকেই স্বাস্থ্যসেবা বজায় রাখতে কাজ বা নির্দিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রমাণ দিতে হবে। এ শর্ত কার্যকরের প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এর আগে স্ন্যাপ বা ফুডস্ট্যাম্প সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রেও সাপ্তাহিক ২০ ঘণ্টা এবং মাসিক ৮০ ঘণ্টা কাজের শর্ত কার্যকর হয়েছে মার্চ থেকে।



বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে থাকবেন অসুস্থ বা দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত মানুষরা। কারণ তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে না পারলে বা সময়মতো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে না পারলে সহজেই তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন। এতে চিকিৎসা ব্যাহত হওয়া, ওষুধ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসা খরচ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গণমাধ্যম ফোর্বসের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের জুলাইয়ে পাস হওয়া "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট"-এর মাধ্যমে মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের জন্য নতুন নিয়ম নির্ধারণ করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছে, ১৯ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি মাসে অন্তত ৮০ ঘণ্টা কাজ, প্রশিক্ষণ, পড়াশোনা বা কমিউনিটি সার্ভিসে অংশগ্রহণের প্রমাণ দিতে হবে। অন্যথায় তারা স্বাস্থ্যসেবার আওতা হারাতে পারেন।

এই নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলোকে ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া হলেও কিছু রাজ্য ইতোমধ্যেই আগেভাগে তা কার্যকর করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেমন মন্টানা ও নেব্রাস্কা চলতি বছর *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

এটিএম বুথের অর্থ উত্তলনের জেরে
ফ্লোরিডায় কর্মস্থলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশি নারী

কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি গ্রেপ্তার



ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্স শহরে এটিএম বুথের অর্থ উত্তলনের জেরে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির লোমহর্ষক হামলায় নিলুফার ইয়াসমিন নামে এক বাংলাদেশি নারী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২এপ্রিল) সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে, যা পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে, যা ঘটনাটির ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

নিহত নিলুফার ইয়াসমিন দুই কন্যা সন্তান নিয়ে ফ্লোরিডায় বসবাস করতেন। গত কয়েক মাস ধরে তিনি ফোর্ট মায়ার্স এলাকায় গ্যাস স্টেশনের কনভিনিয়েন্স স্টোরে কাজ করতেন। তার দেশের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার ১৮ নম্বর কুশাখালী ইউনিয়নে। *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ডে-কেয়ার ফেডারাল সহায়তা বন্ধের ঘোষণা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন 'ডে-কেয়ার এর জন্য ফেডারেল অর্থায়ন দেয় হবেনা। ফেডারেল সরকারের উচিত শিশু যত্ন খাতে অর্থ না দিয়ে সেই দায়িত্ব রাজ্যগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র সরকারের মূল অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সামরিক খাত ও জাতীয় নিরাপত্তা।" প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিশু যত্ন বা ডে-কেয়ার খাতে ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ করার মন্তব্যের পর তীব্র উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।



বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, গত ১ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে এক ইস্টার লাঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেন। এই বক্তব্যে তিনি হোয়াইট হাউস বাজেট অফিসের পরিচালক রাসেল ভট-কে নির্দেশ দেওয়ার কথাও উল্লেখ *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ট্রাম্প প্রশাসনে বড় রদবদলের আভাস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনে বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক শীর্ষ পদে পরিবর্তনের পর হোয়াইট হাউস ঘিরে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিসভায় আরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রগুলো জানিয়েছে।

সব মিলিয়ে, ট্রাম্প প্রশাসন এখন এক ধরনের পুনর্গঠন ও চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে নীতিগত লক্ষ্য দ্রুত বাস্তবায়নের চেষ্টা, অন্যদিকে রাজনৈতিক চাপ ও প্রশাসনিক সমালোচনা সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহ এই প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

'ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট'
৪০ লাখ নিবন্ধন : অনুদান পাবে ১০ লাখ শিশু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের জন্য নতুন সঞ্চয়ভিত্তিক কর্মসূচি 'ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট'-এ ব্যাপক সাড়া মিলেছে বলে জানিয়েছে আইআরএস। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই ৪০ লাখের বেশি শিশুকে এই কর্মসূচির আওতায় নিবন্ধন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০ লাখ শিশু ১,০০০ ডলারের বিশেষ সরকারি অনুদান পাওয়ার



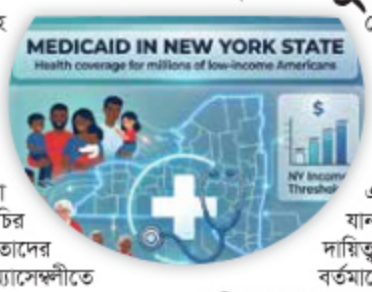
জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আইআরএসের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, 'ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট' মূলত অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের সঞ্চয় বা অবসরভিত্তিক হিসাব, যেখানে পরিবার বা অভিভাবকরা ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমা রাখতে পারবেন।

এই কর্মসূচিটি চালু করা হয় ডোনাল্ড *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কারদের মেডিকেইড সুরক্ষায় নতুন বিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিসহ পুরো স্টেটজুড়ে প্রায় ৪ লাখ মানুষ সরকারি ভর্তুকিপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যবিমা হারানোর মুখে। তবে এই সংকট মোকাবিলায় রাজ্যের আইনপ্রণেতারা নতুন একটি পরিকল্পনা হিসেবে বিল প্রস্তাব করেছেন। এটি কার্যকর হলে হাজার হাজার মানুষ আবার স্বাস্থ্যসেবার আওতায় থাকতে পারবেন।



রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে, 'এসেনশিয়াল প্ল্যান' নামে পরিচিত স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচির আওতায় থাকা অনেক মানুষ আগামী তিন মাসের মধ্যে তাদের কভারেজ হারাতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে স্টেট অ্যাসেম্বলীতে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা অ্যামি পলিন এবং গুস্তাভো রিভেরা একটি নতুন বিল উত্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিমা হারাতে বসা মানুষদের জন্য নতুন ভর্তুকিভিত্তিক পরিকল্পনা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে একটি নতুন স্বাস্থ্য পরিকল্পনা চালু করবে, যাতে করে এই ৪ লাখের বেশি মানুষ কভারেজের বাইরে চলে না যান। আইনপ্রণেতাদের মতে, এটি শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে নিউইয়র্কে মেডিকেইড সুবিধা পাওয়া যায় এমন ব্যক্তিদের জন্য, যাদের আয় ফেডারেল দারিদ্র্যসীমার ১৩৮ শতাংশের মধ্যে। আর 'এসেনশিয়াল প্ল্যান' চালু ছিল তাদের জন্য, যাদের আয় কিছুটা বেশি হলেও পুরোপুরি বেসরকারি বিমা নেওয়া কঠিন। এই কর্মসূচির আওতায় স্টেটের প্রায় ১৭ লাখ মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*







নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংকার দ্রুত সারিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইরান: গোয়েন্দা রিপোর্ট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আক্রান্ত ভূগর্ভস্থ ক্ষেপণাস্ত্রের বাংকার ও সাইলো (ক্ষেপণাস্ত্রের গুদাম) খুঁড়ে বের করছেন ইরানি সেনারা। মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই তাঁরা সেগুলো পুনরায় সচল করে তুলছেন। ইরান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র ও মোবাইল লঞ্চার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউস ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপক অগ্রগতির দাবি করেছে। পেন্টাগন এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছে, যুদ্ধের ৫ সপ্তাহে তারা ইরানে ১১ হাজার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন 'হ্যাঁ, তারা এখনো কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়বে। তবে আমরা সেগুলো গুলি করে ভূপাতিত করব।'

তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের কতটা কাছাকাছি আছে, সে বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যুদ্ধের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সক্ষমতা নষ্ট করা। মার্কিন গোয়েন্দারা এখন পর্যন্ত ইরানের হাতে থাকা বাকি লঞ্চারের সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। তবে কর্মকর্তারা বলছেন, ইরান এখনো ইসরায়েল এবং অঞ্চলের অন্যান্য দেশে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার দিয়ে হামলা চালানোর সামর্থ্য রাখে।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের সক্ষমতা 'মারাত্মকভাবে' কমিয়ে দেওয়াকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মার্কো রুবিও। প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলে চলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলায় ইরানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সংখ্যাও কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত সোমবার বলেন, 'হ্যাঁ, তারা এখনো কিছু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়বে। তবে আমরা সেগুলো গুলি করে ভূপাতিত করব।' গত ২৪ ঘণ্টায় ইরান থেকে সবচেয়ে কমসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া হয়েছে। তারা মাটির নিচে লুকিয়ে রাখলেও আমরা খুঁজে বের করব।'

হেগসেথ এবং হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা যেমনটা বলছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার হার অনেক কমেছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ৯০ শতাংশ কমে গেছে। তাদের নৌবাহিনী নির্মূল হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে এবং ইরানের আকাশপথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছে।'

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ৯০ শতাংশ কমে গেছে। তাদের নৌবাহিনী নির্মূল হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে এবং ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৫০ শতাংশ নিউইয়র্কারদের ডিভোর্সে এআই ব্যবহার বাড়ছে

আইনজীবিদের সতর্কতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্কে ডিভোর্স প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন সহজ সমাধান মনে হলেও আইনি ক্ষেত্রে এআইয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।



জরীপের তথ্যমতে, কয়েক বছর আগেও ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হতো। এখন সেই চিত্র দ্রুত বদলেছে। ইমেইল লেখা থেকে শুরু করে ভ্রমণ পরিকল্পনা, চাকরির আবেদন সবকিছুতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছেন অনেকেই। আর সেই ধারাবাহিকতায় ডিভোর্সের মতো জটিল বিষয়েও এআইয়ের সাহায্য নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

হ্যান্ডর্সন এন্ড হ্যান্ডার্সন এটর্নী এট ল' পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, নিউইয়র্কের ৫৫ শতাংশ মানুষ ডিভোর্স প্রক্রিয়ায় এআই ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করছেন। দ্রুত তথ্য পাওয়া এবং খরচ কমানোর সম্ভাবনাই এ আগ্রহের প্রধান কারণ।

তবে আইনজীবীরা বলছেন, এই সুবিধা অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির আইনজীবী জন হ্যান্ডার্সন বলেন, সাধারণ তথ্য জানার ক্ষেত্রে এআই সহায়ক হলেও ডিভোর্স আইন এত সহজ নয় যে সেটিকে কয়েকটি নির্দেশনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিভোর্স আইন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ভিন্ন। সম্পত্তি বণ্টন, সন্তানের অভিভাবকত্ব বা আর্থিক তথ্য প্রকাশের নিয়ম নিউইয়র্কে যেমন, অন্যত্র তা আলাদা হতে পারে। এমনকি একই রাজ্যের ভেতরেও বিভিন্ন এলাকায় প্রক্রিয়াগত পার্থক্য দেখা যায়।

এই জটিলতার মধ্যেই সমস্যা তৈরি হয়, যখন কেউ এআই দিয়ে তৈরি নথির ওপর নির্ভর করেন। অনেক সময় এসব নথি দেখতে যথাযথ মনে হলেও আদালতের নির্দিষ্ট ভাষা ও ফরম্যাটের মানদণ্ড পূরণ করে না। ফলে ছোট ভুলের কারণেই আবেদন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

আর্থিক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি রয়েছে। ডিভোর্সের সময় উভয় পক্ষকে সম্পদ, ঋণ, আয় ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে হয়। এখানে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল হলে পুরো মামলাই জটিল হয়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই তথ্য সাজাতে পারলেও তা যাচাই করতে পারে না।

সন্তানের অভিভাবকত্বের বিষয়টি আরও সংবেদনশীল। আদালত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নানা দিক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়। পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও আলোচনার সূক্ষ্ম দিকগুলোএসব কিছুই এআই দিয়ে নির্ধারণ করা বাস্তবসম্মত নয়।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো এআইয়ের আত্মবিশ্বাসী উপস্থাপন। অনেক সময় ব্যবহারকারীরা এআইয়ের দেওয়া তথ্যকে নিঃসন্দেহে সঠিক ধরে নেন, যদিও সেটি ব্যক্তিগত পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে।

তবুও খরচ কমানোর সম্ভাবনা অনেককে আকৃষ্ট করছে। ডিভোর্স সাধারণত ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক দম্পতি এআই ব্যবহার করে আইনি খরচ কমানোর চেষ্টা করছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুরুতে ভুল করলে পরে সেটি সংশোধন করতে গিয়ে আরও বেশি সময় ও অর্থ ব্যয় হতে পারে। তবে প্রযুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নন আইনজীবীরা। তারা মনে করেন, সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এআই নথি ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া বোঝাতে সহায়ক হতে পারে।

সবশেষে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শড়ি ডিভোর্স শুধু কাগজপত্রের বিষয় নয়; এটি অর্থ, সম্পত্তি ও পারিবারিক ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ অপরিহার্য।

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি

নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০ : ২ মরদেহ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মিসরের নাগরিক রয়েছেন বলে ইতালীয় কোস্টগার্ডের প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)-এর প্রতিনিধিরা গতকাল রোববার জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত ৩২ জন জীবিত ব্যক্তির ভাষ্যমতে ওই জরাজীর্ণ নৌকাটিতে ১০০ থেকে ১২০ জন আরোহী ছিলেন। গত শুক্রবার গভীর রাতে লিবিয়ার তাজৌরা বন্দর থেকে হালকা ওজনের কাঠের নৌকাটি অজানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

জীবিতরা জানিয়েছেন, সমুদ্রের আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত বৈরী। কয়েক ফুট উঁচু ঢেউয়ের আঘাতে যাত্রার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নৌকায় পানি ঢুকতে শুরু করে। লিবীয় জলসীমার ভেতরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় নৌকাটি। জীবন বাঁচাতে অনেকেই সাগরের হিমশীতল পানিতে ঝাঁপ দেন।

জার্মান উদ্ধারকারী সংস্থা 'সি-ওয়াচ' জানিয়েছে, তাদের একটি পর্যবেক্ষণকারী বিমান শনিবার সাগরে একটি উল্টানো কাঠের নৌকার ওপর অন্তত ১৫ জনকে মরিয়া হয়ে কঙ্কালের মতো আটকে থাকতে দেখে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই চালানো ওই মানুষগুলো যখন সাহায্যের আশায় হাত বাড়াচ্ছিলেন, তখন আশপাশে বেশ কয়েকটি নিথর দেহ ভাসছিল।

ইতালীয় কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র রবার্তো ডি'অ্যারিগো জানান, লিবীয় কর্তৃপক্ষের তদারকিতে একটি ইতালীয় মালবাহী জাহাজ এবং একটি লাইবেরীয় বাণিজ্যিক জাহাজ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। উদ্ধারকৃত ৩২ জনই পুরুষ, যার মধ্যে একজন কিশোর রয়েছে। তাদের ইতালির দক্ষিণ প্রান্তের দ্বীপ ল্যাম্পেদুসায় নিয়ে আসা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বীপটি উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা হাজার হাজার শরণার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য ইউরোপের



প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত।

ইউএনএইচসিআর-এর মুখপাত্র ফিলিপ্পো উঙ্গারো এই যাত্রাকে 'আত্মঘাতী' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'অভিবাসনপ্রত্যাশীরা এমন একটি হালকা ও জরাজীর্ণ নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিল, যা এই উত্তাল সমুদ্রের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না।' নিখোঁজ ৭০ জনের সন্ধানে এখনো অভিযান চললেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বেঁচে থাকার আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে।

যদি নিখোঁজের সংখ্যা নিশ্চিত হয়, তবে এটি হবে সাম্প্রতিক সময়ের ভূমধ্যসাগরের অন্যতম বড় ট্র্যাজেডি। সাবেক পোপ ফ্রান্সিস একবার ভূমধ্যসাগরকে 'ইউরোপের বৃহত্তম কবরস্থান' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর সেই উক্তির ভয়াবহতা আজকের এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হলো। প্রসঙ্গত, পোপ ফ্রান্সিস গত এপ্রিলে প্রয়াত হয়েছেন এবং তাঁর উত্তরসূরি পোপ লিও চতুর্দশ আগামী ৪ জুলাই ল্যাম্পেদুসা সফরের পরিকল্পনা করছেন।

আইওএম-এর 'মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্ট'-এর তথ্যমতে, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৪৫০ জনেরও বেশি মানুষ ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ মৃত্যুই ঘটেছে লিবিয়া থেকে ইতালি বা মাল্টা যাওয়ার পথে।

এই ঘটনার পর মানবাধিকার ও উদ্ধারকারী সংস্থা 'মেডিটেরানিয়া সেভিং হিউম্যানস' ইউরোপীয় দেশগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছে। তারা বলেছে, 'এই নৌকাডুবি কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং এটি ইউরোপীয় দেশগুলোর নীতির সরাসরি ফলাফল। তারা নিরাপদ এবং আইনি প্রবেশের পথ বন্ধ করে রাখায় মানুষ নিরুপায় হয়ে এই মৃত্যুফাঁদ বেছে নিচ্ছে।'

উল্লেখ্য, চলতি বছরই কেবল কেন্দ্রীয় ভূমধ্যসাগরে অন্তত ৭২৫ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত সপ্তাহেও ল্যাম্পেদুসা থেকে ৮০ নটিক্যাল মাইল দূরে একটি ডিঙি নৌকা থেকে ১৯টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল ইতালীয় কোস্ট গার্ড। তাদের মধ্যে অন্তত ১০ জন ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলার।

তামাদি হচ্ছে জনগুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো মেঘ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তামাদি হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা ২০টি গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণকর অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশগুলো আইনে রূপ দিতে সংসদে উপস্থাপন করছে না বিএনপি সরকার। এসব অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছে-সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, গণভোট অধ্যাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার এবং রাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ অন্যতম। এসব বিষয় নিয়ে সংসদ অধিবেশন শুরুর এক মাসের আগেই রাজপথে নেমেছে বিরোধী দল। বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের রাজনীতিতে আবারও কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। তাদের মতে, বিষয়টি রাজপথে চলে গেলে তা আর রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটি কারও কাম্য নয়।

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসবিষয়ক গবেষক আলতাফ পারভেজ শনিবার এ প্রতিবেদককে বলেন, অধ্যাদেশগুলো নিয়ে সরকারি দল বিএনপি একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু ওই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশগুলো অনুমোদন করেনি। এর ফলে এই অধ্যাদেশগুলো সংসদে উত্থাপিত না হয়ে তামাদি হয়ে যাবে। এর সারকথা হলো- সংস্কার আর হচ্ছে না। অর্থাৎ সংস্কারের বিষয়ে আমরা 'ক্ষয়ার জিরোতে' চলে গেলাম। তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের আলোকে সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, ১৮ মাস ধরে যে প্রস্তুতি নেওয়া হলো, তা আর বাস্তবায়ন হলো না। তার মতে, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে একটা রেজিম (ক্ষমতা) পরিবর্তন হলো মাত্র। এটুকুই অর্জন। জনগণের প্রত্যাশা অনুসারে রাষ্ট্র, প্রশাসন এবং আইনকানুনের সংস্কার খুব একটা হলো না। আলতাফ পারভেজ বলেন, অধ্যাদেশগুলো বাতিলের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, বিএনপি মৌলিক সংস্কারে আর রাজি হবে না। অর্থাৎ তারা সংস্কার করবে না। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে বেরিয়ে আসতে যে সংস্কার প্রয়োজন, তা আর হলো না। আমরা আবার ২০২৪ সালেই ফেরত গেলাম। মাঝখানে দুটি বছর নিষ্ফল চলে গেল।

জানতে চাইলে অধ্যাদেশ মূল্যায়নে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির প্রধান ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন সংসদ সার্বভৌম। সংসদের সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। ফলে তারা চাইলে কোনো অধ্যাদেশ রাখতে পারেন, আবার বাতিলও করতে পারেন। তবে আমরা কোনোটিই বাতিল করিনি। কিছু অধ্যাদেশ ল্যাপস (অকার্যকর) হয়ে যাবে। এগুলো আবার বিল আকারে উত্থাপিত হবে। এই অধ্যাদেশগুলো আইনে রূপ না দেওয়ায় সংস্কার নিয়ে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হবে কিনা জানতে চাইলে জয়নুল আবেদীন বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা আসছে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার বিচারক নিয়োগের যে অধ্যাদেশ জারি করেছিল, সেখানে আইনজীবীদের প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশনসহ বেশ কিছু জায়গায় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতিনিধি নেই। আরও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। ফলে কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে পরবর্তীতে বিল আকারে উত্থাপন করা হবে।

প্রসঙ্গত, সংবিধানের ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



বিশ্বজুড়ে অভিবাসন নীতিতে কোথাও সীমিত আবার কোথাও বাড়েছে সুযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: বিশ্বজুড়ে নাগরিকত্ব ও অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কোথাও নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ কঠিন করা হচ্ছে, আবার কোথাও নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক ভ্রমণ, জ্বালানি খরচ ও পর্যটন শিল্পেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকত্ব নীতিতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে। কিছু দেশ কঠোর নিয়ম আরোপ করলেও অন্যদিকে কয়েকটি দেশ অভিবাসীদের জন্য সুযোগ সম্প্রসারণ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জন্মসূত্রে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কঠোর প্রশ্ন তুলেছে। আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে প্রশাসনের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন।

ইউরোপে ইতালিতে নাগরিকত্ব আইনেও বড় পরিবর্তন এসেছে। ইতালির সাংবিধানিক আদালত সম্প্রতি ২০২৫ সালের একটি বিতর্কিত আইনকে সমর্থন করে জানায়, বংশপরম্পরায় নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে সীমিত করা হবে। এর ফলে ইতালীয় বংশোদ্ভূত অনেক মানুষের দীর্ঘদিনের নাগরিকত্ব পাওয়ার আশা জটিল হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, কানাডা কিছু নিয়ম শিথিল করে নতুনভাবে নাগরিকত্বের সুযোগ বাড়িয়েছে। নতুন নীতির ফলে লক্ষাধিক মানুষ আবেদন করতে পারবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনেকেই "ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য" নাগরিকত্বের প্রমাণ সংগ্রহে আগ্রহী হচ্ছেন।

ভ্রমণ জগতে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু পরিবর্তন। জ্বালানি ও বিমান জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বব্যাপী বিমান ভাড়া বাড়ছে। বিশেষ করে এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে, যেখানে দাম ১৩০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে উত্তর আমেরিকায় বৃদ্ধি কম হলেও ভবিষ্যতে ভাড়ার চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

একই সময়ে, বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার কারণে গ্যাসোলিনের দামও বেড়েছে। কিছু এশীয় শহরে প্রতি গ্যালন গ্যাসের দাম ১৬ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা সাধারণ ভোক্তাদের ওপর বড় চাপ তৈরি করছে।

ভ্রমণ ও প্রযুক্তির দিকেও নতুন উদ্ভাবন দেখা যাচ্ছে। চীনের চংকিং শহরে বিশ্বের দীর্ঘতম আউটডোর এসকেলেটর চালু করা হয়েছে, যা প্রায় ৯০৫ মিটার দীর্ঘ এবং একটি ৮০ তলা ভবনের সমান উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম।

এছাড়া চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটি সরাসরি ট্রেন রুট আবার চালু হয়েছে, যা পর্যটকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ তৈরি করেছে।

খাদ্য সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র বাড়ছে। যুক্তরাজ্যে কিছু রেস্তোরাঁতে অদ্ভুত স্বাদের পিৎজাড়যেমন কাস্টার্ড ও স্টিকি টফি পিৎজাড় পরীক্ষামূলকভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ফিলিপাইনের জনপ্রিয় বেগুনি রঙের খাবার 'উবে' এখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হলেও স্থানীয় বাজারে সরবরাহ সংকট তৈরি করছে।

কোরিয়ান খাবার 'কিমচি' আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং রপ্তানি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে কোরিয়ান রান্নার প্রভাব বিশ্বব্যাপী রেস্তোরাঁ সংস্কৃতিতে বাড়ছে।

সবশেষে, ডিজনি ইঞ্জিনিয়াররা জনপ্রিয় চরিত্র 'ওলাফ'-এর একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত রোবট সংস্করণ তৈরি করেছেন, যা প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং দর্শকদের আকর্ষণ করছে।



The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

সংবিধান সংস্কার ও জাতীয় ঐক্য

স্থিতিশীলতায় চাই রাজনৈতিক ঐকমত্য

সংবিধান সংস্কার পরিষদ ইস্যুতে সংসদের উত্তাপ গড়াচ্ছে রাজপথে। শুক্রবার যুগান্তরের খবরে প্রকাশ-গণভোটের আলোকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের দাবিতে শনিবার বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১১ দলীয় জোট।

অর্থাৎ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক গঠনমূলক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' এবং 'জুলাই জাতীয় সনদ' বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে সরকারি দল বিএনপি এবং সংসদের বাইরের দলগুলোর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে, তা মূলত একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অংশ। তবে এই বিতর্ক যেন রাজপথের উত্তাপে সাধারণ মানুষের জনজীবন ব্যাহত না করে, সেদিকে লক্ষ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি দল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা ইতিবাচক। সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের এ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যকর ও টেকসই হতে পারে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা জুলাই সনদের প্রতিটি অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তা বাস্তবায়নে একটি আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামোর অনুসন্ধান করছে।

একটি নবনির্বাচিত সরকারের জন্য আইনি জটিলতা নিরসন করে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতের কোনো আইনি চ্যালেঞ্জ সংস্কারের এই মহৎ কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে গণভোটের রায় দ্রুত বাস্তবায়নের যে দাবি তোলা হচ্ছে, তা জনমতেরই একটি প্রতিফলন। ১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটে বিপুলসংখ্যক মানুষের 'হ্যাঁ' ভোট প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষ সংস্কারের পক্ষে।

তবে এই জনরায়কে কীভাবে সাংবিধানিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞরা যেমন বলছেন, অধ্যাদেশ বাতিল হলেও গণভোটের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায় না, তেমনি সংসদীয় কমিটি মনে করছে, সাংবিধানিক অসংগতি দূর করা অপরিহার্য। সংবিধান সংস্কারের মতো একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা বা জেদাজেদির অবকাশ নেই। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজপথের আন্দোলন বা সংঘাতের চেয়ে সংলাপ এবং আইনি আলোচনার গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে করি আমরা।

সরকার যেহেতু সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজছে, তাই বিরোধী পক্ষগুলোর উচিত সেই প্রক্রিয়ায় নিজেদের দাবি ও প্রস্তাবগুলো জোরালোভাবে তুলে ধরা। মনে রাখতে হবে, জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়া, যেখানে সব মতের মানুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সহাবস্থান থাকবে। এখন মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আইনি জটিলতাগুলো উচ্চ আদালতের মাধ্যমে নিরসন করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ন্যূনতম ঐকমত্য তৈরি করা। সরকার যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বিরোধী দলগুলো যদি ধৈর্য ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় করে, তবেই রক্তাক্ত জুলাইয়ের চেতনা সার্থক হবে। জনরায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা-এ দুইয়ের সমন্বয়েই বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা।



অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

ড. মো. রুহুল আমিন সরকার



একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন বা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; বরং এর গভীরে নিহিত থাকে একটি শক্তিশালী আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা। উন্নয়ন অর্থনীতির নোবেলবিজয়ী চিন্তাবিদ অমর্ত্য সেন তার বিখ্যাত Capability Approach তত্ত্বে (প্রধানত ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ Development as Freedom) দেখিয়েছেন, উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তিনি যুক্তি দেন, নিরাপত্তাহীনতা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে; ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত না হলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ডগলাস নর্থ তার ১৯৯০ সালের গ্রন্থ Institutions, Institutional Change and Economic Performance-এ দেখিয়েছেন, শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত। তিনি ব্যাখ্যা করেন, আইনের শাসন নিশ্চিত হলে লেনদেন ব্যয় কমে, চুক্তি বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Rethinking the Role of the State in Development-সহ বিভিন্ন লেখায় প্রফেসর রেহমান সোবহান দেখিয়েছেন, উন্নয়নের জন্য শুধু অর্থনৈতিক নীতি নয়, বরং কার্যকর রাষ্ট্রযন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দুর্বল আইনশৃঙ্খলা বিনিয়োগ পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায়।

অন্যদিকে গানার মিরডেল তার বিখ্যাত গ্রন্থ Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations-এ 'Soft State' ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে আইন প্রয়োগ দুর্বল, সেখানে দুর্নীতি ও অনিয়ম বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তার মতে, আইনের কার্যকর প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের সুফল সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায় না।

অপরাধ তত্ত্বের ক্ষেত্রে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত গেরি বেকার তার বিখ্যাত প্রবন্ধ Crime and Punishment: An Economic Approach-এ দেখিয়েছেন, অপরাধ একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, যেখানে ব্যক্তি লাভ ও ক্ষতির তুলনা করে অপরাধে জড়ায়। যদি শাস্তির সম্ভাবনা কম হয়, তাহলে অপরাধ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একইভাবে ১৯৩৮ সালে রবার্ট কে মারটন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ Social Structure and Anomie-তে Strain Theory-এর ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রমাণ করেন, সামাজিক কাঠামোর অসামঞ্জস্য-বিশেষ করে লক্ষ্য ও সুযোগের মধ্যে বৈষম্য-মানুষকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতির দুজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ড্যারন অ্যাসেমোগলু এবং জেমস এ. রবিনসনের 'Why Nations Fail: The Origin of Power, Prosperity and Property' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। এ গ্রন্থে তারা 'Inclusive Institutions' তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন; দেখিয়েছেন, যেসব দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের অধিকার সুরক্ষিত, সেসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়। অন্যদিকে যেখানে আইনশৃঙ্খলা দুর্বল, সেখানে 'Extractive Institutions' গড়ে ওঠে, যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সংঘাত ও উন্নয়ন নিয়ে ২০০৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What can be Done About'-এ পল কলিয়ার দেখিয়েছেন, সহিংসতা ও দুর্বল আইনশৃঙ্খলা একটি দেশকে 'conflict trap'-এ আটকে রাখে। এখানে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাহীনতা বিনিয়োগ কমিয়ে দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমে। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অধিকতর একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে পারে। শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান এবং অপরাধ দমন-এসব কার্যক্রম সরাসরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। যখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত থাকে, তখন দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা আস্থা পায়। তারা নতুন শিল্প স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতি গতিশীল হয়। অপরদিকে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে বিনিয়োগ কমে যায়, উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এখনো বিকাশমান এবং অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকাংশে নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল। পুলিশ যদি দক্ষতা, সততা এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাধ্যমে কাজ করে, তাহলে তা উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ, সাইবার অপরাধ, মাদক পাচার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র মোকাবিলায় পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। এ ছাড়া জনবল সংকট, প্রশিক্ষণের অভাব এবং কখনো কখনো দুর্নীতির মতো সমস্যাও রয়েছে, যা আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

এ প্রেক্ষাপটে করণীয় হলো, পুলিশের আধুনিকায়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার করতে হবে, যাতে জনগণ পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করতে হলে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও অপরাধ তত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট-একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল পরিবেশ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ পরিবেশ নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব বাংলাদেশ পুলিশের ওপর ন্যস্ত।

সার্বিকভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে একটি পেশাদার, আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনী। তাই দেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পুলিশ শুধু একটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

ড. মো. রুহুল আমিন সরকার : অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার

গোঁজামিল দিয়ে জনগণকে গণভোটে বাধ্য করা হয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদে সবাই স্বাক্ষর করেছেন, নিশ্চয় 'নোট অব ডিসেন্ট' দেখেই স্বাক্ষর দিয়েছেন। তাহলে একমত হইনি এমন বিষয়ও গণভোটে দেওয়া হলো কেন? আসলে গোঁজামিল দিয়ে জনগণকে গণভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে জুলাই জাতীয় জুলাই সনদ ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নোট অব ডিসেন্টসহ যেভাবে সই হয়েছে বিএনপি জুলাই সনদের সকল দফা, অঙ্গীকার নামা শতভাগ পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ সময় জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশকে 'কালারেবল লেজিসলেশন' হিসেবে আখ্যা দেন।

বিএনপির দেওয়া অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অভিপ্রায়কে আমরা সম্মান জানাতে চাই। ২৪-এর জুলাই জাতীয় সনদ ও জুলাই ঘোষণাপত্রের নির্যাসকে আমরা সংবিধানে ধারণ করার অঙ্গীকার করেছি। এটি চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে মনে রাখতে হবে, একাত্তরের স্বাধীনতার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।'

জুলাই সনদের কিছু বিষয় উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, সংবিধানের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল বিলুপ্তির প্রস্তাবে ঐকমত্য হয়েছিল। কিন্তু পরে সপ্তম তফসিলের বিষয়টি সনদে রাখা হয়নি। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন যুক্ত করা, শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানানো বিধান বাদ দেওয়ার বিষয়েও ঐকমত্য হয়েছিল। কিন্তু এগুলো সনদে রাখা হয়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বিরোধী দল সংবিধানের সংস্কার চায়, সংশোধনী চায় না। পুনর্লিখিত সংবিধান কেউ কেউ চেয়েছিল। যারা বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছিল সংস্কার প্রস্তাব সহকারে। আমরা বলেছিলামড় পুনর্লিখিত সংবিধান, নতুন সংবিধান, গণপরিষদড় এগুলো একই কথা! সংবিধানে যা কিছু গ্রহণ করতে চাই তা সংশোধনীতে আনি। তাল ধপ করে পড়িল নাকি পড়িয়া ধপ করিল, এক কথাইতো। সংশোধনী তো আমরা চাই।

প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল শত্রুরা

যেভাবে উদ্ধার হলেন নিখোঁজ ইউএস ক্রু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের আকাশে ভূপাতিত ইউএস এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে অবশেষে উদ্ধার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। রোববার (৫ এপ্রিল) সকালে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী তাদের ইতিহাসের অন্যতম 'দুঃসাহসিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান' পরিচালনা করে ওই কর্মকর্তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পরে আরেক পোস্টে তিনি বলেন, উদ্ধার হওয়া ওই কর্মকর্তা গুরুতর আহত ছিলেন, তবে এখন তিনি নিরাপদে আছেন।

ওই যুদ্ধবিমানে দুজন ক্রু সদস্য ছিলেন। তাঁরা দুজনেই বিমান থেকে ইজেক্ট করেন। এর মধ্যে একজনকে আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। অন্যজন নিখোঁজ ছিলেন এবং তাঁকে ঘিরেই শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একধরনের প্রতিযোগিতাড়কে আগে তাঁকে খুঁজে পায়।

ইরানি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাঁদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই যুদ্ধবিমানটি ভূপাতিত করা হয়।

কীভাবে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়

উদ্ধার অভিযানের বিস্তারিত এখনো পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি এটিকে দক্ষিণ ইরানে পরিচালিত একটি 'বৃহৎ' কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ (সিএসএআর) মিশন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, এই উদ্ধার অভিযানে মনোযোগ দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানে চলমান অন্য বেশ কিছু সামরিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। তিনি বিশেষ অভিযানের জন্য কয়েক ডজন বিশেষ বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের নির্দেশ দেন।

কমব্যাট সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ (সিএসএআর) মিশনকে সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে জটিল ও সময়সাপেক্ষ অভিযানের মধ্যে ধরা হয়। সাধারণত এসব অভিযানে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়, যা শত্রু এলাকায় নিচ দিয়ে উড়ে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য যুদ্ধবিমান আকাশে টহল ও প্রতিরক্ষামূলক হামলা চালিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

নিখোঁজ ক্রু সদস্যের পরিস্থিতি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, নিখোঁজ ওই ক্রু সদস্য (একজন কর্নেল) ইরানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, ওই কর্মকর্তা 'শত্রুপক্ষের পেছনে, ইরানের বিপজ্জনক পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলেন এবং শত্রুরা প্রায় তাঁর কাছাকাছি চলে আসছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বরাতে জানা গেছে, তিনি ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় একা পাহাড়ে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে একটি হ্যান্ডগান ছিল। তিনি পাহাড়ের একটি ফাঁকে আশ্রয় নেন এবং প্রায় ৭ হাজার ফুট (২ হাজার মিটার) উচ্চতার একটি রিজ লাইনে (শৈলরেখা) ওঠেন।

তাঁর অবস্থান ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। উদ্ধার শেষে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কুয়েতে নেওয়া হয়েছে বলে মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে।

সিআইএর ভূমিকা ও বিভ্রান্তিমূলক কৌশল

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে মার্চে ৬১৬ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬১৯, আহত ১৫৪৮

বলছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে মার্চ মাসে ৬১৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬১৯ জন নিহত এবং ১,৫৪৮ জন আহত হয়েছেন। একই সময়ে ২২২টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২৩৭ জন নিহত ও ১৯৭ জন আহত হয়েছেন, যা মোট দুর্ঘটনার ৩৬ দশমিক ০৩ শতাংশ, নিহতের ৩৮ দশমিক ৬১ শতাংশ এবং আহতের ১২ দশমিক ৭২ শতাংশ।

শনিবার বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংগঠনটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চ মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে ১৬০টি দুর্ঘটনায় ১৭০ জন নিহত ও ৩২০ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে বরিশাল বিভাগে।

এই সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত ৯৭৫টি যানবাহনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২১ দশমিক ৬৪ শতাংশ ট্রাক, পিকআপ, কাভার্ডভ্যান ও লরি, ১৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ বাস, ১৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৮ দশমিক ৪১ শতাংশ নছিমন-করিমন, মাহিন্দ্রা, ট্রাক্টর ও লেগুনা এবং ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ কার, জিপ ও মাইক্রোবাস।

দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট দুর্ঘটনার ৩৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ৩২ দশমিক ৪৬ শতাংশ গাড়িচাপা বা ধাক্কা, ২১ দশমিক ৪২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে, ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ বিবিধ কারণে, ০ দশমিক ৩২ শতাংশ চলন্ত যানবাহনের চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে এবং ০ দশমিক ৯৭ শতাংশ ট্রেন-যানবাহনের সংঘর্ষে ঘটেছে।

স্থানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪০ দশমিক ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনা জাতীয় মহাসড়কে, ৩০ দশমিক ০৩ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে এবং ২২ দশমিক ০৭ শতাংশ ফিডার রোডে ঘটেছে। এ ছাড়া মোট দুর্ঘটনার ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে, ০ দশমিক ৪৮ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে এবং ০ ৯৭ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে ঘটেছে।

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণে মার্চ মাসে সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছেড়দেশের সড়ক-মহাসড়কে মোটরসাইকেল, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অটোরিকশার অবাধ চলাচল; জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন, রোড মার্কিং ও সড়কবাতির অভাব এবং রেলক্রসিংয়ে হঠাৎ যানবাহন উঠে আসা; সড়কে মিডিয়ানে ডিভাইডার না থাকা ও অন্ধ বাঁকে গাছপালার কারণে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা; মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি ও ট্রাফিক আইন অমান্য; উল্টো পথে চলাচল, চাঁদাবাজি এবং পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন; অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও অতিরিক্ত যাত্রী বহন; বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো ও দীর্ঘসময় ধরে চালানো এবং ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সংগঠনটি সড়কে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো ও স্মার্ট ভাড়া পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশার আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রাতের বেলায় আলোকসজ্জা নিশ্চিত করা, দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং যানবাহনের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিটনেস প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

আরও সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বিআরটিএ অনুমোদিত ড্রাইভিং স্কুলের ৬০ ঘণ্টার ইনক্লুসিভ প্রশিক্ষণ ছাড়া লাইসেন্স প্রদান বন্ধ করা; পরিবহন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মালিক সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বন্ধ; গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে সার্ভিস লেন চালু; সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ ও চালকদের বেতন-কর্মঘণ্টা নির্ধারণ; মহাসড়কে ফুটপাত, পথ চারী পারাপার, রোড সাইন ও রোড মার্কিং স্থাপন; আধুনিক বাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর সক্ষমতা বৃদ্ধি; মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও মেরামত নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত রোড সেফটি অডিট চালু; সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে দুর্ঘটনা গবেষণা ইউনিট গঠন।

একই সঙ্গে সংগঠনটি বলেছে, ঈদযাত্রায় বিপুলসংখ্যক মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি ঢাকার ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানো জরুরি।

জ্বালানি সংকটে বিপর্যস্ত অর্থনীতি

বেশি প্রভাব দশ খাতে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে দেশে জ্বালানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর এর প্রভাব পড়েছে সব খাতে। ইতোমধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাংক খাতসহ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা টালমাটাল অবস্থায় আছে। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ সেটিকে আরও জটিল করে তুলেছে। যুদ্ধের কারণে দেশের অন্তত ১০টি খাতের প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে- বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ, শিল্প খাত, কৃষি, আমদানি-রপ্তানি, গৃহস্থালি, সেবা, নির্মাণ, পর্যটন ও বিনোদন এবং টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি খাত। বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের জ্বালানি খাত আমদানিনির্ভর। মোট জ্বালানির ৬৫ শতাংশই আমদানি করতে হয়। আবার জ্বালানি মজুদেরও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। যুদ্ধের কারণে জ্বালানি আমদানির গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকায় বড় সংকটে পড়েছে বাংলাদেশ। সংকট মোকাবিলায় সরকার মার্কেট খোলা রাখার সময় কমিয়ে আনা, বিদ্যুতের লোডশেডিং বাড়ানো, অফিস সময় এগিয়ে আনা এবং জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারি সব উদ্যোগের মূল কথা হলো-চাহিদা কমানো। কিন্তু সরবরাহ বাড়াতে তেমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব ভয়াবহ। তাদের মতে, ইরান যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে বড় দুর্বলতা তৈরি করেছে এমন নয়। দেশের অর্থনীতি আগে থেকেই দুর্বল ছিল। ইরান যুদ্ধ সেটার প্রকাশ ঘটছে।

জানতে চাইলে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, জ্বালানি এমন একটি পণ্য, যার সঙ্গে দেশের সবকিছুর সম্পৃক্ততা রয়েছে। বর্তমানে জ্বালানি খাতে যে সংকট চলছে, তা অর্থনীতিকে অত্যন্ত খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই যুদ্ধ না থামলে সামনে পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ঋণের ফাঁদে পড়েছে দেশ। কারণ বর্তমানে বিদেশি ঋণ রয়েছে ১১৫ বিলিয়ন ডলার। এছাড়াও বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় সরকারকে বিশাল অঙ্কের ঋণ নিতে হচ্ছে। যার অন্যতম একটি কারণ হলো-বড় অঙ্কের সুদ পরিশোধের চাপ। এ অবস্থায় জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারকে পরিচালন ব্যয় কমাতে হবে। জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে অবশ্যই বিকল্প পথে জ্বালানির ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন






বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এপ্রিসিয়েশন নাইট



নিউইয়র্ক: উত্তর আমেরিকায় বসবাস এবং কর্মরত চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন-নর্থ আমেরিকা। পেশাজীবী এই সংগঠনটি বছরের বিভিন্ন সময় নিজ পেশার কর্মশালার পাশাপাশি নানা ধরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করে থাকে। এমনি একটি অনুষ্ঠান ছিলো ফিজিশিয়ানস এপ্রিসিয়েশন নাইট।

গত ২৮ মার্চ শনিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান অনুষ্ঠানটি ছিলো বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত। লং আইল্যান্ডের ফার্মিংডেলস্থ দ্য রয়াল পাম পার্টি হলের এ অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের অনেকেই সম্মানিত এবং প্রশংসিত হন তাদের পেশাগত কর্মদক্ষতা সেবা প্রদানের জন্য।

এছাড়া চিকিৎসকদের অনেকে অংশ নেন সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করে। এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রতীক হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন ছিলো নাটক সংকটে শয়তান। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসের পরপর অনুষ্ঠিত আনন্দঘন এ মিলন মেলায় অংশ নেন বিএমএনএ'র পরিবারের সদস্যগণ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি




ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)


আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.


Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)



- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল শত্রুরা: যেভাবে উদ্ধার হলেন নিখোঁজ ইউএস ক্রু

৫-এর পৃষ্ঠার পর

উদ্ধার অভিযানে সিআইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা ক্রু সদস্যের অবস্থান শনাক্ত করে সে তথ্য পেন্টাগনের কাছে সরবরাহ করে।

একই সঙ্গে ইরানের ভেতরে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর একটি কৌশলও গ্রহণ করা হয়। উদ্ধার অভিযান চলাকালে প্রচার করা হয় যে, ওই ক্রু সদস্যকে ইতিমধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ট্রাম্প দাবি করেন, এই অভিযানে কয়েক ডজন বিমান ব্যবহার করা হলেও কোনো মার্কিন সদস্য নিহত বা আহত হননি।

অন্যদিকে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, নিখোঁজ ক্রুকে খুঁজতে গিয়ে একটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করেছে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)।

এর আগে ইরান ঘোষণা দিয়েছিল, নিখোঁজ ইউএস সামরিক বাহিনীর বিমান ক্রুকে জীবিত ধরতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

কোথায় ও কখন ভূপাতিত হয় বিমান

শুক্রবার (৩ এপ্রিল) প্রথম ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট স্থান নিশ্চিত না হলেও কোহগিলুয়েহ ও বয়র-আহমদ এবং খুজেস্তান প্রদেশের নাম উল্লেখ করা হয়।

বিমানে থাকা দুই ক্রুর মধ্যে পাইলটকে আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। ওই অভিযানে একটি এ-১০ ওয়ার্টহগ বিমানও যুক্ত ছিল বলে জানা যায়, যা উপসাগরীয় অঞ্চলে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাইলট ইজেক্ট করে বেঁচে যান।

এ ছাড়া একটি হেলিকপ্টার, যা উদ্ধার করা পাইলটকে বহন করছিল, সেটিও ছোট অস্ত্রের গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এতে কিছু ক্রু সদস্য আহত হন, তবে হেলিকপ্টারটি নিরাপদে অবতরণ করে।

ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ড দাবি করেছে, তাদের নতুন আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এই দুটি মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এফ-১৫ যুদ্ধবিমান

এফ-১৫ই যুদ্ধবিমান মূলত আকাশ থেকে আকাশ এবং আকাশ থেকে ভূমিতে হামলার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইরানে এগুলো সম্ভবত প্রতিরক্ষামূলক মিশনে ব্যবহৃত হচ্ছিল, যেমন ইরানের ড্রোন ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা।

এ ধরনের বিমানে একজন পাইলট ও একজন অস্ত্র ব্যবস্থা কর্মকর্তা বা ওয়েপন সিস্টেম অফিসার থাকেন। পেছনের আসনে থাকা এই কর্মকর্তা (যাকে 'উইজো' বলা হয়) টার্গেট নির্বাচন এবং অস্ত্র ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করেন।

বিমানটি কীভাবে ভূপাতিত হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এটি ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (এসএএম) দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকতে পারে।

বেশি প্রভাব দশ খাতে

৫-এর পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ইরানে ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। পালটা পদক্ষেপ হিসাবে তেল পরিবহণের অন্যতম রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয় ইরান। এর ফলে বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশে তেলের সংকট দেখা দেয়। এতেই বহুমুখী সংকট তৈরি হয়। বর্তমানে তেলের জন্য পেট্রোলপাম্পগুলোতে একরকম যুদ্ধ চলছে। মালিক ও ক্রেতাদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হচ্ছে। তবে সংসদে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়কমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত আছে।

তিন ধরনের জ্বালানি বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়।

এগুলো হলো-তেল, গ্যাস এবং কয়লা। এর মধ্যে তেলের প্রায় ৯৫ শতাংশই আমদানি করতে হয়। গ্যাসের আমদানি তুলনামূলকভাবে কম। আবার কয়লার আমদানি বেশি। আর জ্বালানি হিসাবে তেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হরমুজ প্রণালি বন্ধের কারণে সব খাতে প্রভাব পড়েছে। এই সংকট ক্রমেই জাতীয় সমস্যায় রূপ নিচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। বিশেষ করে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তিনটি খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এছাড়াও জাতীয় বাজেট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রভাব পড়তে পারে। তবে ১০টি খাতে বেশি প্রভাব পড়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন : বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেল (ডিজেল), গ্যাস ও কয়লার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তেল ও গ্যাসের সংকটে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জ্বালানির অভাবে শনিবার পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ ছিল। অন্য কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় লোডশেডিং বাড়িয়েছে সরকার। এতে দেশের প্রায় সব শিল্প ও সেবা খাতে প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে আবাসিক ভবনগুলোতে জেনারেটর চালানো হয়। এই জেনারেটরের মাধ্যমে এসি, ফ্যান এবং লিফট পর্যন্ত চলে। কিন্তু তেলের সংকটে সবকিছুই ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবহণ খাত : পরিবহণ খাতে বাস, ট্রাক, লঞ্চ, জাহাজ, বিমান এবং প্রাইভেটকার সবই জ্বালানিনির্ভর। প্রাইভেটকার ও বিমান ছাড়া সব যানবাহন ডিজেলে চলে। কিন্তু তেলের সংকটে বর্তমানে এর কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না। এতে পণ্য পরিবহণে ভাড়া বেড়েছে। পাশাপাশি কোল্ড স্টোরেজ এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছে। এছাড়াও তেল সংকটের কারণে রাস্তায় প্রাইভেটকারের সংখ্যাও কমে গেছে। এতে পরিবহণের সঙ্গে জড়িত ড্রাইভার, হেলপার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের আয়ও কমে যাচ্ছে।

শিল্প খাত : দেশে শিল্প উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি জ্বালানির প্রয়োজন হয়। গার্মেন্ট, টেক্সটাইল, সিমেন্ট, স্টিল, সিরামিকসহ সব কারখানায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ডিজেল লাগে। কিন্তু গত এক মাসে কোনো খাতেই পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রপ্তানি এবং শ্রমিকদের বেতন ভাতা। কারণ পণ্য উৎপাদন না হলে রপ্তানি কমবে। এতে আয় কমবে শ্রমিকদের। সামগ্রিকভাবে এটি অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে।

কৃষি : জ্বালানি চাহিদার অন্যতম খাত কৃষি। সেচপাম্প, ট্রাক্টর, ধান মাড়াই এবং পরিবহণসহ সবকিছুতেই জ্বালানি লাগে। এক্ষেত্রে একদিকে সরাসরি ডিজেল এবং অপরদিকে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে সরবরাহ কম। ফলে আগামীতে কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব পড়বে। এতে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়তে পারে।

বাণিজ্য : আমদানি-রপ্তানিসহ সব ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে জ্বালানি প্রয়োজন। জাহাজ পরিবহণ, কনটেইনার, বন্দর কার্যক্রমের জন্য জ্বালানির বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক সংকটে এ খাতগুলো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত।

গৃহস্থালি খাত : বাসাবাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, জেনারেটর, এসি, ফ্রিজ, ওভেন সবকিছুই চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন। এছাড়া রান্নায় প্রয়োজন গ্যাস ও বিদ্যুৎ। সাম্প্রতিক সংকটে গৃহস্থালির এ খাতেও প্রভাব পড়েছে।

সেবা খাত : দেশের সেবা খাতগুলোর অন্যতম হাসপাতাল, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) অন্যতম। বিদ্যুৎ ছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান চলা প্রায় অসম্ভব। আর জ্বালানি সংকটে খাতটিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

নির্মাণ শিল্প : দেশের নির্মাণ শিল্প খাতের মধ্যে রড-সিমেন্ট, ইটভাটা এবং নির্মাণ যন্ত্রপাতি অন্যতম। এর সবকিছুই জ্বালানিনির্ভর। চলমান সংকটে এ খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

পর্যটন ও বিনোদন : দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত পর্যটন। এ খাতের সঙ্গে আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিনোদন পার্ক ও সামগ্রী সম্পৃক্ত। চলমান জ্বালানি সংকটে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছে না।

টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি : মোবাইল টাওয়ার, নেটওয়ার্ক, ডাটা সেন্টারসহ এ খাতের সব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ জরুরি। সাম্প্রতিক সময়ে লোডশেডিংয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো মেঘ!

৩-এর পৃষ্ঠার পর

৯৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ না থাকলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। কিন্তু সংসদ কার্যকর হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে ওই অধ্যাদেশ আইনে রূপ দিতে হয়। সেই আইনে রূপ দেওয়া সম্ভব না হলে অধ্যাদেশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। রাষ্ট্র সংস্কারে গত দেড় বছরে ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। এসব অধ্যাদেশ ৯ এপ্রিলের মধ্যে সংসদে বিল আকারে পাশ না হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে ১২ মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এ সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশ মূল্যায়নে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ১৩ সদস্যের এ বিশেষ কমিটির ১০ জনই বিএনপির এবং বাকি তিনজন জামায়াতের ইসলামীর সংসদ-সদস্য। কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। কমিটি ১ এপ্রিল সুপারিশ জমা দিয়েছে। এতে ১৩৩টির মধ্যে ৯৮টি অধ্যাদেশ হুবহু পাশ করতে বলা হয়েছে। ১৫টি অধ্যাদেশ সংশোধিত আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংসদে বিল উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করেছে। বাকি ২০টির মধ্যে ১৬টি অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে সংসদে এখনই বিল আকারে উত্থাপন না করে পরে যাচাই-বাছাই করে অধিকতর শক্তিশালী করে নতুন বিল উত্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। চারটি অধ্যাদেশ বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ২০টি অধ্যাদেশই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া যে ১৫টি অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা হচ্ছে, এর মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ও পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশও রয়েছে। তবে যেসব অধ্যাদেশ বাতিল বা সংশোধন করা হচ্ছে, তার সবগুলোতেই নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) দিয়েছে বিশেষ কমিটিতে থাকা জামায়াতের তিন সদস্য।

জানতে চাইলে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার শনিবার এ প্রতিবেদককে বলেন, জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণকর বেশকিছু অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করছে না সরকার। এই আচরণ কাম্য নয়। কারণ এর মাধ্যমে সংস্কারের ব্যাপারে সরকার আন্তরিক কিনা সেই প্রশ্ন সামনে আসছে। তিনি বলেন, গণভোট বাস্তবায়ন নিয়ে টালবাহানা করছে সরকার। এর মানে হলো দুটি। একদিনে জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হচ্ছে না। অপরদিকে জুলাই আন্দোলনে যারা জীবন দিয়ে স্বৈরাচারকে বিতাড়িত করেছে, তাদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান দেখানো হচ্ছে না। তিনি বলেন, জুলাই যোদ্ধাদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কাম্য নয়। কারণ জনরায়কে অগ্রাহ্য করলে জনগণ এটিকে কীভাবে নেবে, তা দেখার বিষয়। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক এ প্রসঙ্গে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করেছে। অর্থাৎ প্রতি ৪ দিনে একটি অধ্যাদেশ পাশ হয়েছে। তিনি বলেন, আইন পাশ করার ক্ষমতা সংসদের। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কয়েকজন আমলাকে নিয়ে একটি রুমের মধ্যে বসে অধ্যাদেশ পাশ করে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জারি করবে, আর পরবর্তীতে সংসদ সবকিছুই অনুমোদন করবে এটি আইন পাশের প্রক্রিয়া নয়। তার মতে, সংসদ যাচাই-বাছাই করে আইন পাশ করবে।

বাদ যাচ্ছে অধ্যাদেশ : জুলাই সনদের চূড়ান্ত আইনি ভিত্তি দিতে গণভোট আয়োজনের জন্য ২৫ নভেম্বর গণভোট অধ্যাদেশ জারি করে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এই অধ্যাদেশের আওতায় ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গণভোটে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে ৬৮ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। তবে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অধ্যাদেশটি বাতিল হলেও গণভোটের রায় বাতিল হবে না। জানতে চাইলে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আহসানুল করিম যুগান্তরকে বলেন, গণভোট অধ্যাদেশটি বাতিলের সুপারিশের মানে হলো এটি আর আইনে রূপ নেবে না। তবে এটি আইনে রূপ না নিলেও গণভোট বাতিল হবে না। কারণ ওই অধ্যাদেশের অধীনে ইতোমধ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর এটি আইনে রূপ নেওয়ার মানে হলো ভবিষ্যতেও এই আইনের মাধ্যমে মানুষের জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করা। কিন্তু সেটির আর প্রয়োজন নেই।

গুরুত্বপূর্ণ আরও যেসব অধ্যাদেশ বাদ যাচ্ছে সেগুলো হলো-সুপ্রিমকোর্টের বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিমকোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ। এই আদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল। বাদ দেওয়া হচ্ছে দুদক অধ্যাদেশ। এর মূল কথা ছিল দুদক স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এছাড়াও গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার এবং রাজস্ব ও ব্যবস্থাপনার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বাদ দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুল ইসলাম বলেন, জুলাই আন্দোলনের পর সংস্কার নিয়ে যে জনআকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, তার একটি বাস্তবতা আছে। আবার একটি দল দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে, তাদেরও একটি কর্মসূচি আছে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ একটি রাজনৈতিক ধারায় চলে এসেছে। ফলে পুরো বিষয়টার একটি রাজনৈতিক সমাধান দরকার। তিনি আরও বলেন, একদিকে সংস্কার না সংশোধন এই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। অপরদিকে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্ক চলছে। আবার এসব বিষয়ে আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, আমার মতে পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক। এসব নিয়ে রাজনীতিতে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ রাজনীতিতে আবারও কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক সমাধান দরকার। সংসদের ভেতরে ও বাইরে আলোচনা হতে পারে। তবে পুরো বিষয়টি রাজপথে চলে গেলে বিষয়টি আর রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তখন চলে যাবে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। অতীতে দেখেছি, কোনো কিছু রাজপথে গেলে এর ফলাফল ভালো হয় না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, যেসব অধ্যাদেশ বাতিল করা হচ্ছে, সেগুলো জনগুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যাদেশগুলো জারি করার কারণ হলো-ওই বিষয়ে বিদ্যমান যে আইন রয়েছে, তা ফ্যাসিস্ট সরকারের আজ্ঞাবহ। অন্তর্বর্তী সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ্ঞাবহ আইন পরিবর্তনের অংশ হিসাবে অধ্যাদেশ জারি করেছে। কিন্তু সেগুলো বর্তমান সরকার আইনে রূপ না দিয়ে বাতিল করতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো সংবিধান সংস্কার। এই সংবিধান সংস্কারের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিএনপি সেটি মানছে না। তারা সংসদের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে চায়। কিন্তু সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে না। মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই গণভোট প্রয়োজন। জনগণ গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার পরিষদকে সেই রায় দিয়েছে। ফলে গণরায় বাস্তবায়নের বাইরে অন্য কোনো সমাধান নেই। তিনি বলেন, বিএনপি দুভাবে সংস্কার এড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ বাতিল। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংস্কার না করে নিজেদের মতো সংশোধন করছে। এ কারণে আমরা রাজপথে নেমেছি।

-- সৌজন্য প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংকার দ্রুত সারিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইরান

২-এর পৃষ্ঠার পর

ইরানের আকাশপথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছে।' বিষয়টি কিছুটা হলেও মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। তবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করছে, ইরান তাদের লঞ্চারগুলো হামলা থেকে বাঁচাতে বাংকার ও গুহার ভেতরে লুকিয়ে রাখছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মতে, ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ সক্ষমতা যতটা সম্ভব টিকিয়ে রাখতে চায়। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে অথবা যুদ্ধের পরও ইরান এ অঞ্চলে চাপ বজায় রাখতে চায়, বলছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।

লঞ্চার ব্যবহারে সতর্কতা এবং অস্ত্রশস্ত্রের মজুত কমে যাওয়া সত্ত্বেও ইরান ইসরায়েলে হামলা অব্যাহত রেখেছে। ইউএসএ কর্মকর্তাদের মতে, ইরান বর্তমানে দিনে গড়ে ২০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে। তবে একজন পশ্চিমা কর্মকর্তা শুক্রবার বলেন, ইরান প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৫০ থেকে ১০০টি 'ওয়ান-ওয়ে' বা একমুখী ড্রোন ছুড়ছে।

সাবেক কর্মকর্তারা বলছেন, ইরান সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে একসঙ্গে অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া কঠিন হচ্ছে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করছে, ইরান তাদের লঞ্চারগুলো হামলা থেকে বাঁচাতে বাংকার ও গুহার ভেতরে লুকিয়ে রাখছে।

ইরানের বর্তমান সক্ষমতা সম্পর্কে মার্কিন নাগরিকদের কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। কারণ, ইরান প্রচুর পরিমাণে ভুয়া ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত হতে পারছে না ঠিক কতগুলো আসল লঞ্চার তারা ধ্বংস করতে পেরেছে। এ ছাড়া বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়া বাংকার বা গুহায় কতগুলো লঞ্চার ছিল, সেটি জানাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

অনেক সময় ভূগর্ভস্থ বাংকার বা সাইলোগুলো শুরুতে ক্ষতিগ্রস্ত মনে হলেও বাস্তবে ইরান দ্রুত লঞ্চারগুলো খুঁড়ে বের করে আবার ছুড়ছে।

এর আগে সিএনএন জানিয়েছিল, ইরানের অর্ধেক লঞ্চার এখনো অক্ষত আছে। কর্মকর্তারা বলছেন, সংখ্যাটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ইসরায়েলি সংবাদপত্র হারেৎজ এর আগে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ইরান বুলডোজার ব্যবহার করে মাটি খুঁড়ে বাংকারে চাপা পড়া ক্ষেপণাস্ত্রের লঞ্চারগুলো বের করে আনছে।

এসাইলাম আবেদন ফের চালু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় আবেদন বা এসাইলাম আবেদন আবার প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। তবে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ৩৯ দেশের ক্ষেত্রে আগের বিধিনিষেধ বহাল রয়েছে।

২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর ট্রাম্প প্রশাসন ইউএস ইমিগ্রেশন এন্ড সিটিজেনশীপ সার্ভিস (ইউএসসিআইএস)-এর কাছে জমা দেওয়া সব আশ্রয় আবেদনের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। একই সঙ্গে 'ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা' তালিকাভুক্ত ১৯টি দেশের নাগরিকদের গ্রিন কার্ড বা স্থায়ী বসবাসের অনুমতিসহ অন্যান্য অভিবাসন আবেদনও স্থগিত করা হয়।

পরে ২০২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই নিষেধাজ্ঞা আরও সম্প্রসারণ করা হয়। তখন অতিরিক্ত ২০টি দেশ যুক্ত হওয়ায় নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৩৯টিতে। এরপর ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রশাসন ঘোষণা দেয়, এই ৩৯টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসন সংক্রান্ত আবেদনগুলোর ওপরও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে।

এর আগে ২০২৫ সালের নভেম্বরে এক আফগান নাগরিকের গুলির ঘটনার পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়া আরও কঠোর করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পরই আশ্রয় আবেদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন।

তবে ২০২৬ সালের ৩০ মার্চ নতুন এক ঘোষণায় ইউএসসিআইএস জানায়, যেসব আশ্রয়প্রার্থী কঠোর নিরাপত্তা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গেছেন এবং যেসব দেশকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, তাদের আবেদন আবার প্রক্রিয়াকরণ শুরু করা হবে।

প্রশাসনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে চাওয়া সব বিদেশির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা যাচাই অব্যাহত থাকবে। কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের আবেদনগুলো চালু করার ফলে কর্তৃপক্ষ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মামলাগুলোতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে পারবে।

তবে প্রেসিডেন্টের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ৩৯টি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রযোজ্য হবে না। বিশ্লেষকদের মতে, আশ্রয় আবেদনকারীদের বড় একটি অংশ এই দেশগুলো থেকেই আসায় নতুন সিদ্ধান্তের প্রভাব সীমিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত, ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনেই ট্রাম্প প্রশাসন সীমান্ত প্রবেশপথে আশ্রয় আবেদন বন্ধ করে দেয় এবং সীমান্ত পার হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের ব্যবস্থাও বাতিল করে। পাশাপাশি "মেক্সিকোতেই অপেক্ষা" নীতি পুনরায় চালু করা হয়, যাতে আশ্রয়প্রার্থীরা তাদের মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মেক্সিকোতে অবস্থান করেন। এদিকে প্রশাসন এখনও ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত রেখেছে এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাভুক্ত দেশগুলোর ওপর আগের কড়াকড়িও বহাল রয়েছে।

৪০ লাখ নিবন্ধন : অনুদান পাবে ১০ লাখ শিশু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগে, "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল" আইনের অংশ হিসেবে, যা ২০২৫ সালের ৪ জুলাই কার্যকর হয়।

আইআরএস প্রধান ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো জানান, আবেদন প্রক্রিয়া সহজ রাখতে করদাতাদের জন্য এক পৃষ্ঠার একটি ফর্ম চালু করা হয়েছে। ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া যোগ্য শিশুদের জন্য কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় একটি ঘরে টিক চিহ্ন দিলেই ১,০০০ ডলারের অনুদানের দাবি করা যাচ্ছে।

এই 'পাইলট প্রোগ্রাম'-এর আওতায়, নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম নেওয়া মার্কিন নাগরিক শিশুদের জন্য সরকার প্রাথমিকভাবে ১,০০০ ডলার জমা দিচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির নিয়ম অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী এবং বৈধ সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরধারী শিশুদের জন্য এই অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। একবার অ্যাকাউন্ট চালু হলে সেখানে অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিয়োগকর্তা বা দাতব্য সংস্থাও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অর্থ জমা করতে পারবেন।

২০২৬ সালের ৪ জুলাই থেকে এসব অ্যাকাউন্টে নিয়মিত অর্থ জমা দেওয়া শুরু করা যাবে। এতে করে দীর্ঘমেয়াদে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্লেষকদের মতে, এই কর্মসূচি একদিকে যেমন পরিবারগুলোর মধ্যে সঞ্চয়ের সংস্কৃতি বাড়াতে পারে, তেমনি এটি রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ। কারণ এটি সরাসরি শিশু ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত।

ফ্লোরিডায় কর্মস্থলে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশি নারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফোর্ট মায়ার্স পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২ এপ্রিল সকালে শহরের ৩৫০০ ডক্টর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বুলেভার্ডে অবস্থিত ডি অ্যান্ড ডি কনভিনিয়েন্স স্টোরের বাইরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন রোলবার্ট জোয়াকিন নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে গ্রেপ্তার ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইয়াসমিনকে পিটিয়ে হত্যা করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সে পলাতক থাকলেও, পরে বিকেলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

টাইম টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আশরাফ আহমদ নামে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী জানান, হামলাকারী একজন হাইতিয়ান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। ইয়াসমিন গ্যাস স্টেশনের গ্রোসারি স্টোরে কাজ করতেন। ঘটনার দুই দিন আগে ওই ব্যক্তি স্টোরে থাকা একটি এটিএম বুথ থেকে ভুল পিন দিয়ে অর্থ তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং এ নিয়ে ইয়াসমিনকে অর্থ দিতে বলেন। এনিয়ে ইয়াসমিনের সঙ্গে জোয়াকিন বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। ইয়াসমিন তাকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে হুমকি দিয়ে চলে যান।

ঘটনার দিন বৃহস্পতিবার ভোরে ইয়াসমিন স্টোর খুলতে এসে দেখতে পান, এক ব্যক্তি তার গাড়িতে হাতুড়ি দিয়ে ভাঙচুর করছে। তিনি বাইরে বের হলে, ওই ব্যক্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে ৯১১ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ইয়াসমিনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার দায় স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেডিকেইডে ৮০ ঘণ্টা কাজের শর্ত!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকেই এই শর্ত চালু করতে যাচ্ছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, শুধু এই দুই রাজ্যেই প্রায় ৬০ হাজার মানুষ মেডিকেইড সুবিধা হারাতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল বাজেট অফিস (সিবিও) বলছে, এই নতুন ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্টের কারণে ২০৩৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫.৩ মিলিয়ন মানুষ স্বাস্থ্যবিমা হারাতে পারেন। আর অন্যান্য পরিবর্তন মিলিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৭.৫ মিলিয়নে।

এই নিয়ম মূলত অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট (এসিএ) এর অধীনে সম্প্রসারিত মেডিকেইড কর্মসূচির আওতায় থাকা প্রায় ২ কোটি মানুষের ওপর প্রযোজ্য। তবে কিছু মানুষ এই শর্ত থেকে অব্যাহতি পাবেন যেমন গর্ভবতী নারী, ছোট সন্তানের অভিভাবক, গুরুতর অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

নীতিনির্ধারকদের যুক্তি হলো, এই শর্ত মানুষের কর্মসংস্থানে উৎসাহ দেবে এবং সরকারি ব্যয় কমাবে। অনুমান করা হচ্ছে, আগামী ১০ বছরে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩২৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় সাশ্রয় হতে পারে।

তবে গবেষণা বলছে, বাস্তব চিত্র ভিন্ন। একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেডিকেইড সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ইতোমধ্যেই কাজ করেন, কাজ খুঁজছেন, পড়াশোনা করছেন বা পরিবারের যত্ন নিচ্ছেন। অর্থাৎ, যাদের লক্ষ্য করে এই নিয়ম আনা হয়েছে, তাদের একটি বড় অংশ আগেই সক্রিয়।

এর আগে আর্কানসাস-এ ২০১৮ সালে একই ধরনের নিয়ম চালু করা হয়েছিল। সেখানে প্রায় ১৮ হাজার মানুষ কভারেজ হারানভতবে কাজ না করার কারণে নয়, বরং জটিল অনলাইন রিপোর্টিং পদ্ধতি বুঝতে না পারার কারণে। পরে আদালত এই নীতি বাতিল করে।

একইভাবে জর্জিয়া-র একটি কর্মসূচিও প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল হয়নি। প্রশাসনিক খরচ বেড়েছে, কিন্তু খুব কম মানুষই নতুন করে এই সুবিধা নিতে পেরেছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, সব মিলিয়ে মেডিকেইডে এই নতুন ওয়ার্ক রিকোয়ারমেন্ট শর্ত কর্মসংস্থান বাড়াবে নাকি লাখো মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করবে তা নির্ভর করবে মূলত রাজ্যগুলো কীভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন করে তার ওপর।

ডে-কেয়ার ফেডারাল সহায়তা বন্ধের ঘোষণা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন, যাতে ডে-কেয়ার খাতে আর কোনো অর্থ বরাদ্দ না করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে শিশু যত্ন খাতে ফেডারেল ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ভর্তুকি দেয়, যা নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ১৫ লাখ শিশু এই সহায়তার মাধ্যমে সেবা পেয়ে থাকে। ফেডারেল সরকার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থ জোগান দেয়, বাকি অংশ আসে রাজ্যগুলোর বাজেট থেকে।

ট্রাম্পের বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে এই ইঙ্গিত নিয়ে যে, ডে-কেয়ার ও অন্যান্য সামাজিক সেবায় ফেডারেল অর্থ কমিয়ে সামরিক ব্যয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া উচিত। তার প্রশাসনের সাম্প্রতিক বাজেটে প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

শিশু যত্ন খাতের বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, এই ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কর্মজীবী অভিভাবকদের জন্য সাশ্রয়ী শিশু যত্ন ইতোমধ্যেই বড় চ্যালেঞ্জ, এবং ফেডারেল সহায়তা কমে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।

একটি জাতীয় সংগঠন "চেম্বার অব মাদার্স"-এর প্রধান নির্বাহী চেম্বার অব মাদার্স বলেন, শিশু যত্নকে অবহেলা করা হলে শ্রমবাজার ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্যদিকে, শিশু যত্ন প্রদানকারী সংগঠন চাইল্ড কেয়ার প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান জানিয়েছে, এই খাতে অর্থায়ন কমলে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারবে না এবং হাজারো কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে।

রাজনৈতিক পর্যায়েও এই মন্তব্য নিয়ে বিভাজন দেখা গেছে। কিছু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ফেডারেল তহবিলে সম্ভাব্য জালিয়াতির তদন্তের ওপর জোর দিলেও ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, শিশু যত্নকে রাজ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য হিলারি ক্লিনটেন এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, পরিবারগুলোকে একা এই ব্যয় বহন করতে বাধ্য করা উচিত নয়।

রাজ্য পর্যায়েও এই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে মিশিগানে, যেখানে শিশু যত্ন খাতে ফেডারেল সহায়তা মোট বাজেটের ৭০ শতাংশেরও বেশি, সেখানে এই তহবিল বন্ধ হলে হাজার হাজার শিশু সেবা হারাতে পারে বলে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন।

শিশু যত্ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, ফেডারেল অর্থায়ন ছাড়া অনেক ছোট ও মাঝারি ডে-কেয়ার কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যা সরাসরি কর্মজীবী পরিবারগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে।

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুধু সরকারি তহবিলে সম্ভাব্য অপব্যবহার ও জালিয়াতি রোধের ওপর জোর দিচ্ছেন এবং সামাজিক সেবাকে দুর্বল করার কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ট্রাম্প প্রশাসনে বড় রদবদলের আভাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উঠতে পারে, কারণ তখনই স্পষ্ট হবে কারা থাকছেন এবং কারা বিদায় নিচ্ছেন। এমনটি জানিয়েছে এনবিসি নিউজ শুক্রবার তাদের প্রতিবেদনে।

হোয়াইট হাউস ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী এনবিসি নিউজ জানায়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের প্রধান ক্রিস্টি নোয়েম এবং অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি-কে অপসারণ করার পর এখন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়েও পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এই পরিবর্তনগুলোকে অনেকেই প্রশাসনের ভেতরে দীর্ঘদিন জমে থাকা অসন্তোষ এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ফল হিসেবে দেখছেন। প্রথম বছর প্রশাসনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা থাকলেও এখন সেই কৌশল থেকে সরে এসে প্রেসিডেন্ট তুলনামূলকভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র বলছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন আর প্রশাসনিক ইমেজ বা ধারাবাহিকতা নিয়ে অতটা চিন্তিত নন, বরং তিনি তার নীতিগত লক্ষ্য দ্রুত বাস্তবায়নে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলে যেসব কর্মকর্তার কার্যকারিতা বা রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড এবং শ্রমমন্ত্রী লরি শ্যাভেজ-ডিরেমার। বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন, ব্যক্তিগত বিতর্ক এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়ছে।

বিশেষ করে হাওয়ার্ড লুটনিক-এর নাম ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে জেফ্রি এপস্টিন-সংক্রান্ত কিছু ফাইল ও অতীত সম্পর্ক নিয়ে। যদিও তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, তবুও বিষয়টি প্রশাসনের ভেতরে তার অবস্থান দুর্বল করেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

অন্যদিকে, অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পাম বন্ডি-এর অপসারণ ছিল সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি প্রত্যাশিত মাত্রায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে মামলা এগিয়ে নিতে পারেননি এবং বিচার বিভাগের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে জেফ্রি এপস্টিন সংক্রান্ত নথি ও তদন্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিতর্ক তার অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তোলে।

হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস। প্রথম দিকে তিনি প্রশাসনের ভেতরে বড় ধরনের রদবদল ঠেকিয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন বলে জানা যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন রদবদলের গতি বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। প্রথম মেয়াদের মতোই এখন আবারও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, যা প্রশাসনের ভেতরে চাপ ও প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তুলছে। তবে এবারের পরিস্থিতি আরও জটিল, কারণ সামনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সময় যেখানে কংগ্রেস ও সিনেটে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের ঝুঁকি রয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সিনেটের অনুমোদন প্রক্রিয়া। রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় নতুন মন্ত্রিপরিষদ সদস্য নিয়োগ তুলনামূলক সহজ হতে পারে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসন দ্রুত পুনর্গঠন সম্পন্ন করতে চাইছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেলে এই প্রক্রিয়া আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে যে, বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি প্রেসিডেন্টের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং সবাই তার নীতি বাস্তবায়নে কাজ করছে। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো বলছে, বাস্তবে পরিস্থিতি আরও জটিল এবং একাধিক মন্ত্রীর ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত।

জুলাই সনদ নিয়ে সংসদে আলোচনা

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* : জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে দ্বিতীয় মুলতবি প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হলো সমঝোতা ছাড়াই। সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সনদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তারা। সংবিধান সংস্কার হয় না, সংশোধনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। তবে বিরোধী দল বলেছে, তারা বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার চায়। তারা সংশোধনের বিরোধী নয়।

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে গতকাল রোববার সরকারি দলের সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুকের তোলা ৬২ বিধির মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলে সরকারি ও বিরোধী দল।



সময়সীমা চলে গেলেও মন খোলা রাখলে এখনো রাস্তা বের করা সম্ভব: বিরোধীদলীয় নেতা

সনদের সব দফা, অঙ্গীকারনামা শতভাগ পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ বিএনপি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জয়নুল আবদিন ৬২ বিধিতে যে প্রস্তাব তুলেছেন তা হলো, 'ভবিষ্যতের পথরেখা' একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল, যা সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্ন আইনকানুন প্রণয়ন, সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জনের বিষয় প্রস্তাব-সংক্রান্ত। যে কারণে ওই জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে সংসদ মুলতবি করে আলোচনা হওয়া প্রসঙ্গে। এর আগে গত ৩০ মার্চ উত্থাপিত একই ধরনের আরেকটি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে বলে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ সংসদে জানান।

আলোচনায় বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান, সংসদ নেতার পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামানসহ সরকারি ও বিরোধী দলের ৯ জন সংসদ সদস্য ২ ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনায় অংশ নেন। তবে দুই পক্ষই সনদ বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থানে অনড় ছিল।

সংবিধান সংস্কার পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, 'সময়সীমা চলে গেলেও মনখোলা রাখলে এখনো রাস্তা বের করা সম্ভব। আমরা সেই রাস্তা বের করে এগিয়ে যেতে চাই। যতটুকু সংস্কার হওয়ার সংস্কার হবে। সেখানে সংশোধন হওয়ার সংশোধন হবে। আমরা সংশোধনের বিরোধী নই। সংবিধান সংশোধন ও আইন রচনায় আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে।'

বিরোধী দল সংবিধান ছুড়ে ফেলার কথা কখনো বলেনি জানিয়ে শফিকুর রহমান আরও বলেন, 'এই সংসদকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমাদের কেউ এ ধরনের মন্তব্য করেননি। আমরা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কায়েমের জন্য এই সংবিধানের পরিবর্তন চেয়েছি। ফ্যাসিবাদমুক্ত দেশ ও শাসন পেতে আমরা কথা বলছি। আমরা সংবিধানের বিরোধী নই। সংবিধানের ওই জায়গাগুলো চাইনি–যেটা গত ৫৪ বছরে বারবার ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে।'

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'আমরা আদেশ মানি। গণভোট মানি। সংস্কার পরিষদ মানি। প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধন মানি। জুলাই সনদও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি মানি। কোথাও অমান্যের বিষয়টি নেই। ১২ ফেব্রুয়ারি দুটি নির্বাচনের আগে তো কেউ বলেননি, সংসদ নির্বাচন মানি না। অথবা গণভোট মানি না। এখানকার সবাই গণভোটের হ্যাঁ-এর পক্ষে কথা বলেছি।'

সরকারি দলকে উদ্দেশ্য করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'আসুন আমরা দোষাদোষি আর রেষারেষি ছেড়ে এই দেশের হই। জনগণের হই। আমি বিশ্বাস করি, সকলের অন্তরে দেশপ্রেম আছে। এখানে চরিত্র হননের চর্চা বন্ধ হওয়া দরকার। এই সংসদ পরস্পরের চরিত্র হননের জন্য নয়। এই সংসদ জাতির দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য।'

সংসদ নেতা তারেক রহমানের পক্ষে সংসদে মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি জুলাই জাতীয় সনদের গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রস্তাবে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট আছে, সেগুলো উল্লেখ করে নিজেদের যুক্তি তুলে ধরেন। একজন প্রধানমন্ত্রী পদে ১০ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না, এমন বিধান বিএনপি প্রস্তাব করেছিল তারেক রহমানের নির্দেশে। কারণ তাঁরা চান না ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরাচারে সংসদীয় স্বৈরাচারের উৎপত্তি যাতে না হয়।

নোট অব ডিসেন্টসহ যেভাবে সই হয়েছে, বিএনপি জুলাই সনদের সব দফা, অঙ্গীকারনামা শতভাগ পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, বিএনপি বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু সার্বভৌম বিচার বিভাগ তাঁরা চান না। কারণ সার্বভৌম হলো জনগণ, সংসদ ও দেশ। এর বাইরে কারও সার্বভৌম কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। এই সংসদেই বিচার বিভাগের সচিবালয় ও বিচারক নিয়োগের আইন পাস করা হবে।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, 'সংবিধান সংস্কার হয় না। সংবিধান রহিত হয়, স্থগিত হয়, সংশোধন হয়, বাতিল হয়। সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে।' এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'বিরোধী দল সংবিধানের সংস্কার চায়, সংশোধনী চায় না। পুনর্লিখিত সংবিধান কেউ কেউ চেয়েছিল, যারা বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছিল সংস্কার প্রস্তাবসহকারে। আমরা বলেছিলাম পুনর্লিখিত সংবিধান, নতুন সংবিধান, গণপরিষদ–এগুলো একই কথা, সংবিধানে যা কিছু গ্রহণ করতে চায়, তা সংশোধনীতে আনি। তাল ধপ করে পড়িল, নাকি পড়িয়া ধপ করিল, এক কথাই তো। সংশোধনী তো আমরা চাই।'

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমরা যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ, সংবিধান ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে অস্বীকার করি তাহলে ভবিষ্যতে এই জুলাই সনদকে কেউ না কেউ অস্বীকার করবেন। আমরা সে রকম পথ রেখে যেতে চাই না। এ জন্যই আমরা বারবার বলছি, জুলাই সনদ নিয়ে রাজনীতি করার দরকার নেই। আসুন, আমরা জুলাই সনদের পথ ধরে হাঁটি।'

বিরোধী দলের উদ্দেশে আইনমন্ত্রী আরও বলেন, 'আপনারা বলছেন সংস্কার পরিষদ। আমরা বলছি, জুলাই সনদ পুরোটা বাস্তবায়ন করব। জুলাই সনদের লাইন ধরে আমরা এগিয়ে যাব। এর পথ ধরে হাঁটব। জুলাই সনদ জনগণের মুক্তির সনদ। এই সনদবলে আমরা সংবিধানকে ধারণ করব। সংবিধানকে সংশোধন করে সংস্কারগুলো অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা সেই পথ ধরে এগোচ্ছি।'

জামায়াতে ইসলামীর গাজী এনামুল হক বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পাশ কাটিয়ে এ প্রস্তাব আনা হয়েছে। এতে সংস্কার শব্দটি আনা হয়নি। জনগণের সার্বভৌমত্বকে কবর দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো গণরায়কে উপেক্ষা করা হয়েছে।

এনসিপির আখতার হোসেন বলেন, 'যে প্রস্তাবটি এই সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে, সেটা উত্থাপনের যোগ্যই নয়। সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের যে স্মৃতিভ্রম হয়েছে, সেটা আমাদের কষ্ট *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়তার আশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো গোপন চুক্তি নেই, যা কিছু চুক্তি আছে, তা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের এসব মন্তব্য করেন। ওদিকে এই সাক্ষাতের বিষয়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেয়া হয়। সেখানে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।' রোববার (৫ই এপ্রিল) দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূত এসময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতে দু'টি ছবি এবং হোয়াইট হাউসের একটি রেপ্লিকা তুলে দেন। একটি ছবিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং অপর ছবিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র রয়েছেন।

সাক্ষাতের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে তেল আমদানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হয়– এমন দাবি 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। তিনি ব্যাখ্যা করেন, রাশিয়ার তেলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বৈশ্বিকভাবে প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন থাকলে তা ওই নিষেধাজ্ঞার কারণে, কোনো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তির কারণে নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, জ্বালানি আমদানির বিষয়ে কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত নেই। তিনি জানান, আজকের আলোচনায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে জ্বালানি, বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা নিয়ে কথা হয়েছে। জ্বালানি সহযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গোপনীয়তার কারণে কিছু বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। বর্তমান জ্বালানি পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার জ্বালানি আমদানির জন্য বিভিন্ন উৎস বিবেচনা করছে এবং সবচেয়ে সাশ্রয়ী উৎস থেকেই তেল সংগ্রহ করা হবে। তিনি আরও বলেন- ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র– সবগুলোই বিকল্প উৎস হিসেবে খোলা রয়েছে। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, সরকারের অগ্রাধিকার হলো স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখা এবং বৈশ্বিক বাজার থেকে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও সাশ্রয়ী দামে জ্বালানি সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য বিদেশ সফর প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য চূড়ান্ত হয়নি। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN 486 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218 PH: (718) 247-7226 Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA 87-12 167TH ST JAMAICA, NY 11432 PH: (718) 558-0280 Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

দুই দশকে দেশে হামে সর্বোচ্চ মৃত্যু, বেশি মৃত্যুহারও

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা :* চলতি বছরে হামে যত মৃত্যু হয়েছে, তা গত দুই দশকে সর্বোচ্চ। এই সময়ে পাঁচবার হামে মৃত্যুর ঘটনা জানা যায়। ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি মারা যায় ১০ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, সর্বশেষ ২০ দিনে (১৫ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল) ৯৮ শিশু সন্দেহজনক হাম রোগে মারা গেছে। আর হামে নিশ্চিত মৃত্যুর সংখ্যা ১৬। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগে চারজন এবং নিশ্চিত হামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে গত দুই সপ্তাহে প্রথম আলো দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে হামে মৃত্যুর সংখ্যা ৬১ বলে জেনেছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে হামে প্রতিবছর কতজন আক্রান্ত হয়, তার হিসাব নিয়মিত করা হলেও মৃত্যুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। দেশে হামে মৃত্যুর হার ছিল ১০ লাখে ১ শতাংশ। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২০ দিনে ৮২৬ জন নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়েছে। আর সন্দেহজনক হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৬২৮। যদি ৮২৬ জনের হিসাব ধরে নেওয়া হয়, তবে সেই সংখ্যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর আগে ২০২০ সালে দেশে হামে আক্রান্ত হয়েছিল ২ হাজার ৪১০ জন। পরের বছরগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০-এর কম ছিল।

স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দেশে হামের টিকা শুরুর পর এ রোগে এত মৃত্যুর রেকর্ড নেই।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক অধ্যাপক হালিমুর রশিদ গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, 'আমি যতটুকু অনুমান করতে পারি, দেশে হামে এ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে এত রোগীর মৃত্যু হয়নি।'

হামে মৃত্যু, রেকর্ড যা বলছে

দেশে হামের সার্ভিল্যান্স বা নিরীক্ষণ হয় ডব্লিউএইচওর সহযোগিতায়। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) পক্ষ থেকে এ পর্যবেক্ষণ করা হয়।

টিকা বিশেষজ্ঞ ও জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. তাজুল ইসলাম এ বারী জানান, এর আগে দেশে ২০১৬ সালে হামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। পরের বছর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১০ ত্রিপুরা শিশুর মৃত্যু হয়। ২০১৮ সালেও চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ৬ শিশুর মৃত্যু হয়। তবে তাদের নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি। তাদের মৃত্যুর পর 'ভারবাল অটোপসি'র মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে হয়েছিল।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর যখন চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ সনদ বা হাসপাতালের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, তখন তার পরিবারের সদস্য বা নিকটজনের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের পদ্ধতি হলো ভারবাল অটোপসি।

তাজুল ইসলাম জানান, ২০২০ সালে পার্বত্য জেলা বান্দরবানে ৭ শিশুর মৃত্যু হয় হামে। এরপর আর দেশে হামে এত মৃত্যুর রেকর্ড নেই।



২০ দিনে সন্দেহজনক হামে ৯৮ শিশুর মৃত্যু
নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যা ১৬
২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হামে মৃত্যু ৪ জনের
নিশ্চিত হামে মৃত্যু ২ জনের

২০০৬ সালে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পক্ষ থেকে হামে আক্রান্ত ও এতে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয়ে একটি জরিপ হয়। ডব্লিউএইচওর অর্থায়নে এ জরিপে নেতৃত্ব দেন আইইডিসিআরের তৎকালীন পরিচালক অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'ওই সময় চারজনের মৃত্যুর তথ্য আমরা পাই।'

জরিপে যুক্ত ছিলেন জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন। তিনি জানান, দেশব্যাপী দৈবচয়নের ভিত্তিতে করা ওই জরিপে মৃত্যুর সংখ্যা কম ছিল। সেই বিচারে বলা যায়, এবার হামে যত মানুষের মৃত্যু হলো, তা এ দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

হামে সংক্রমণ: ২০০৪ থেকে এখন

হাম পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা দেখা দরকার বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ডব্লিউএইচওর দেওয়া বাংলাদেশ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, ২০০৪ সালে দেশে ৯ হাজার ৭৪৩টি হাম রোগীর তথ্য পাওয়া যায়। পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ হাজার ৯৩৪; যা ওই সময়ের বড় প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিত দেয়। এরপর ২০০৬ সালে তা নেমে আসে ৬ হাজার ১৯২-এ। ২০০৭ সালে ২ হাজার ৯২৪, ২০০৮-এ ২ হাজার ৬৬০, ২০০৯-এ ৭১৮, আর ২০১০ সালে ৭৮৮। অর্থাৎ ২০০৪ থেকে ২০০৫-এর ভয়াবহ অবস্থার পর আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত কমে আসে।

এরপরও বাংলাদেশ হামকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ডব্লিউএইচওর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১১ সালে দেশে হাম রোগীর সংখ্যা আবার লাফ দিয়ে ৫ হাজার ৬২৫-এ ওঠে। ২০১২ সালে তা ১ হাজার ৯৮৬-এ নেমে আসে। ২০১৩ সালে ২৩৭, ২০১৪ সালে ২৮৯, ২০১৫ সালে ২৪০—এই তিন বছর তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালে আবার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয় ৯৭২। পর্যালোচনা বলছে, ২০০০ থেকে ২০১৬ সময়ে টিকাদান বাড়লেও ২০১৬ সালে আবার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

'পিছিয়ে গেল দেশ'

দেশে দুই দফায় শিশুদের হামের টিকা দেওয়া হয়। প্রথমে ৯ মাসে, পরে ১৫ মাস বয়সে দেওয়া হয় দ্বিতীয় ডোজ। প্রথমে হামের টিকা এক ডোজ দেওয়া হতো। ২০১২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় ডোজের হামের টিকা দেওয়া শুরু হয়।

দেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৭৯ সালে। প্রাথমিক পর্যায়ে শহরাঞ্চলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। পরে ১৯৮৫ সাল থেকে সম্প্রসারিত আকারে দেশের গ্রামাঞ্চলেও এই কার্যক্রম চলতে থাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) মাধ্যমে।

ইপিআই কর্মসূচির শুরুতে ৬টি সংক্রামক রোগ–যক্ষ্মা, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও ও হামের টিকা দেওয়া হতো। পরে হেপাটাইটিস বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, রুবেলা এবং নিউমোক্কাল নিউমোনিয়া টিকাও যুক্ত করা হয় এ কর্মসূচিতে।

ইপিআই শুরুর ৬ বছর পর ১৯৮৫ সালে দেশের মাত্র ২ শতাংশ শিশুকে টিকার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। ইপিআই কভারেজ ইভাল্যুয়েশন সার্ভে ২০১৯-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই হার এখন ৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চলতি বছর হাম বৃদ্ধির পেছনে গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে টিকাদানের নিম্নহারকেই প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কমিটি অব মিজেলস অ্যান্ড রুবেলা এলিমিনেশনের প্রধান অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বলেন, 'গত বছর আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। হামের টিকা দেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত। অথচ গত বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে হাম দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল। সেখান থেকে পিছিয়ে গেল দেশ।'

নিউইয়র্ক সিটির আশ্রয়কেন্দ্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর হোম কেয়ার কর্পড়কে ঘিরে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে এই গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালিত হয়। সংস্থাটি ২০২২ সাল থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার কাজে প্রায় ২০ কোটি ডলারের চুক্তি পেয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসীদের ঢল সামাল দিতে জরুরি ভিত্তিতে খোলা কিছু আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বও তাদের দেওয়া হয়েছিল।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাটির সভাপতি জঁ রোনাল্ড টিরেলুস এবং নির্বাহী পরিচালক রবার্তো সামেডি। এছাড়া ম্যাসাচুসেটসে আটক হয়েছেন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এদুয়ার্দো সেন্ট ফোর্ট, যিনি সংশ্লিষ্ট একটি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে মিগুয়েল জর্জ-কেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য ফারাহ লুইস এবং তার বোন ডেবি লুইস কোনো ধরনের ঘুষ বা আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন কি না। যদিও এখন পর্যন্ত তারা গ্রেপ্তার হননি, তবে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ ও লেনদেনের তথ্য সংগ্রহে তল্লাশি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ডেবি লুইসকে সাময়িক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, স্ট. ফোর্ট পরিচালিত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান "ফোর্ট এনওয়াইসি সিকিউরিটি" বিএইচআরএজিএস-এর সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত এবং ২০২৩ সাল থেকে সিটি কর্তৃপক্ষ তাদের ৭০ লাখ ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ চুক্তিই জরুরি ভিত্তিতে দেওয়া হয়, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের প্রয়োজন হয়নিভ্যা পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ফেডারেল নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ট. ফোর্টের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ফেডারেল তহবিল সংশ্লিষ্ট ঘুষ এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডে আন্তঃরাজ্য ভ্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এই তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম উঠে এসেছে এডু হারমেলিন, যিনি নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনপ্রণেতা রডনিস বিচোট হারমেলিন-এর স্বামী। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, তিনি বা লুইস বোনেরা কোনো সুবিধা পেয়েছেন কি না, সংস্থাটির পক্ষে প্রভাব খাটানোর বিনিময়ে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সম্ভাব্য যেকোনো অনিয়ম তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং তদন্ত দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়া জরুরি।

নিউইয়র্কারদের মেডিকেইড

প্রথম পৃষ্ঠার পর বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ৪ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, যা পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে। অনেকে হয়তো বেসরকারি বিমা বা চাকরির মাধ্যমে কভারেজ পেতে পারেন, তবে ধারণা করা হচ্ছে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মানুষ পুরোপুরি বিমাহীন হয়ে পড়বেন।

এই অবস্থায় নতুন বিলটি কার্যকর হলে অন্তত ১ লাখের বেশি মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে উপকৃত হতে পারেন। তবে এর জন্য রাজ্যের প্রায় ৩৯৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হতে পারে। আর যদি সব যোগ্য ব্যক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে মোট ব্যয় দাঁড়াতে পারে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলার।

রাজ্যের বাজেট পরিচালক ব্লেক ওয়াশিংটন ইতোমধ্যেই সতর্ক করেছেন, এত বড় অর্থের ব্যবস্থা করা সহজ হবে না। তবে তিনি এটিও বলেছেন, বিষয়টি আলোচনার বাইরে নয়।

অন্যদিকে গভর্নর হোকুল দায় চাপিয়েছেন ফেডারেল সরকারের ওপর। তার মতে, এই সমস্যার মূল কারণ ওয়াশিংটনের নীতিগত পরিবর্তন, তাই সমাধানও সেখান থেকেই আসা উচিত।

কিন্তু সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগত পরিবর্তনের কারণে এই পরিকল্পনার একটি বড় অংশের ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আইনগতভাবে বসবাসকারী অ-নাগরিকদের জন্য এই সুবিধা বাতিল হওয়ায় রাজ্যের ওপর আর্থিক চাপ বেড়ে যায়।

এর ফলে গভর্নর ক্যাথি হোকুল আয়ের সীমা কমিয়ে পরিকল্পনাটি সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে প্রায় ১৩ লাখ মানুষ কভারেজে থাকলেও বাকি ৪ লাখের বেশি মানুষ বাইরে পড়ে যাচ্ছেন।



ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন



জাফর আহমাদ

মানুষের মধ্যে ঈমানের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন। এছাড়া পৃথিবীতে আর যত বন্ধন পরিলক্ষিত হয় তা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। ঈমানের ভিত্তিতে গঠিত সম্পর্ক খাঁটি যা নিখাদ ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকে। এছাড়া পৃথিবীতে অন্যান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত বন্ধন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ফলে তা অত্যন্ত ঢিলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"(তা সেই সব লোকের জন্যও) যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে। যারা বলে: হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।" *(সুরা হাশর:১০)*

এই আয়াতটি "ফাই"-এর সম্পদ শুধুমাত্র উপস্থিত ও বর্তমান কালের লোকই পাবে না বরং অনাগত কালের মুসলমানদের এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরও অংশ আছে। এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য এ বিষয়টি ধরা হলেও একই সাথে এর মধ্যে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। তাহলো, মু'মিনদের মধ্যে কোন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃনা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা উচিত নয়। আর মুসলমানদের জন্য সঠিক জীবনাচার হলো, তারা তাদের পূর্ববর্তী মুসলমান ভাইদের লা'নত বা অভিশাপ দেবে না কিংবা তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে না। বরং তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে থাকবে।

যে বন্ধন মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্কিত করেছে তাহলো ঈমানের বন্ধন। কোন ব্যক্তির অন্তরে অন্য সব জিনিসের চেয়ে ঈমানের গুরুত্ব যদি অধিক হয় তাহলে যারা ঈমানের বন্ধনের ভিত্তিতে তার ভাই, সে অনিবার্যভাবেই তাদের কল্যাণকামী হবে। তাদের জন্য অকল্যাণ, হিয়সা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কেবল তখনই তার অন্তরে স্থান পেতে পারে যখন ঈমানের মূল্য ও মর্যাদা তার দৃষ্টিতে কমে যাবে এবং অন্য কোন জিনিসকে তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে শুরু করবে। তাই ঈমানের সরাসরি দাবী, একজন মু'মিনের অন্তরে অন্য কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সা: এর দরবাওে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, এখন তোমাদের কাছে একজন জান্নাতি মানুষ আগমন করবেন। তারপর একজন সাহাবি আগমন করলেন। তার দাড়ি থেকে অজুর পানি ঝড়ে পড়ছিল। তিনি বাম হাতে জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তার পরদিনও রাসুলুল্লাহ সা: আমাদের আগের দিনের মতোই বললেন এবং প্রথম দিনের মতো সেই সাহাবী আগমন করলেন। রাসুল সা: যখন আলোচনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা: সেই আগন্তুক সাহাবির অনুগামী হলেন এবং কাছে গিয়ে বললেন আমি আমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে শপথ করেছি, তিনদিন পর্যন্ত তার ঘরে যাব না। এই তিনদিন আমাকে যদি আপনার ঘরে থাকার সুযোগ দিতেন , তবে আমি সেখানে থাকতাম। তিনি সম্মতি জানিয়ে বললেন হ্যাঁ, থাকতে পারেন। হযরত আনাস রা: বলেন, হরত আবদুল্লাহ রা: বলতেন, তিনি তার সঙ্গে সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করলেন। তিনি তাকে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত পড়তেও দেখলেন না। তবে, তিনি যখন ঘুমাতেন, বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন আল্লাহর যিকর করতেন। হযরত আবদুল্লাহ রা: বলেন, তার মুখ থেকে কিন্তু ভালো কথা ছাড়া কোনো মন্দ কথা শুনেনি। যখন তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তার আমলকে খুব সাধারণ ও সাদামাটা মনে হলো, তখন তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমি রাসুলুল্লাহ সা: কে আপনার সম্পর্কে তিনবার এ কথা বলতে শুনেছি যে, এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতি মানুষ আগমন করবে। উক্ত তিনবারই আপনি আগমন করেছেন। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনি কি আমল করেন তা দেখতে আপনার নিকট থাকব। যাতে আমিও তা করতে পারি। কিন্তু আপনাকে তো বেশী আমল করতে দেখলাম না। তাহলে কোন গুণ আপনাকে এই মহান মর্যাদার উপনীথ করেছে, যা রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন? তিনি বললেন, আপনি দেখছেন ওই অতটুকুই। হযরত আবদুল্লাহ রা: বলেন, যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। তারপর বললেন, আমার আমল বলতে ওই অতটুকুই, যা আপনি দেখেছেন। তবে আমি আমার অন্তওে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং আল্লাহ কাউকে কোন নিয়ামত দান করলে সে জন্য তার প্রতি হিংসা রাখি না। হযরত আবদুল্লাহ রা: বলেন এ গুণই আপনাকে এতবড় মর্যাদায় উপনীত করেছে। আর সেটাই আমরা করতে পারি না। *(মুসনাদে আহমাদ: ১২৬৯৭, মুসনাদে বাযযার:১৯১৮, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া:৮/৭৪, আততারগীব ওয়াত তারহীব:৫/১৭৮)* উল্লেখ্য হাদীসে আগন্তুক সাহাবীর নাম উল্লেখ না থাকলেও হাদিস বিশারদ বিভিন্ন পর্যালোচনা করে বলেছেন, তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা:।

হযরত আনাস রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। *(বুখারী:১২, কিতাবুল ঈমান, বাবু মিন্যাল ঈমানে....., আন্ত. নাম্বার:১৩)*

তবে কোন মুসলমান যদি কথা ও কাজে ত্রুটি করে তাহলে অবশ্যই তাকে তা বলতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটি এক মু'মিনের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ। কোন ঈমানদার ভুল করলেও সেটাকে ভুল না বলে শুদ্ধ বলতে হবে কিংবা ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলা যাবে না, ঈমানের দাবী কখনো তা নয়। কিন্তু কোন জিনিসকে প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল বলা এবং ভদ্রতা রক্ষা করে তা প্রকাশ করা এক কথা আর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, নিন্দাবান ও কুৎসা রটনা করা এবং গালমন্দ করা আরেক কথা। সমসাময়িক জীবিত লোকদের বেলায়ও এরূপ আচরণ করা হলে তা একটি বড় অন্যায়। কিন্তু পূর্বের মৃত লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করলে তা আরো বড় অন্যায়। কারণ, এরূপ মন ও মানসিকতা এমনই নোংরা যে, তা মৃতদেরও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। এর চেয়েও বড় অন্যায় হলো সেই সব মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কটুক্তি করা যারা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়ে রাসুলুল্লাহ সা: এর বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের হক আদায় করেছিলেন এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পৃথিবীতে উসলামের আলোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন যার বদৌলতে আজ আমরা ঈমানের নিয়ামত লাভ করেছি।

তাদের মাঝে যেসব মতানৈক্য হয়েছে সে ক্ষেত্রে কেউ যদি এক পক্ষকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে এবং অপর পক্ষের ভূমিকা তার মতে সঠিক না হয় তাহলে সে ওরূপ মত পোষণ করতে পারে এবং যুক্তির সীমার মধ্যে থেকে তা প্রকাশ করতে বা বলতেও পারে। কিন্তু এক পক্ষের সমর্থনের এতটা বাড়াবাড়ি করা যে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কথা লেখনীর মাধ্যমে গালি দিতে ও নিন্দাবাদ ছড়াতে থাকা এটা এমন একটা আচরণ যা কোন আল্লাহভীরু মানুষের দ্বারা হতে পারে না। কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী এ আচরণ যারা করে তারা তাদের এ আচরণের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে যে,কুরআন মু'মিনের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধ করে কিন্তু আমরা যাদেও প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করি তারা মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কিন্তু যে গুনাহের সপক্ষে সাফাই ও ওযর হিসাবে এ অপবাদ পেশ করা হয়ে থাকে তা ঐ গুনাহের চেয়েও জঘন্য। কুরআন মাজীদের এ আয়াতগুলোই তাদের এ অপবাদ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যানের জন্য যতেষ্ট। কারণ এ আয়াতগুলোর বর্ণনাধারার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালের মুসলমানদেরকে তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ না রাখতে এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে শিক্ষা দিয়েছেন।



ট্রাকচাপায় নিহত নিশাতকে অশ্রুজলে শেষ বিদায়










শেষ পৃষ্ঠার পর পিতা বায়তুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম হেলাল আহমদ তার মেয়ের জন্য সবার কাছে দোয়া চান। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার দিন তার মেয়ে বাসায় না ফেরায় পুলিশকে জানানো হলে পরে তাদেরকে পুলিশ কল দিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তাৎক্ষণিক ঘটনাটি না জানিয়ে দীর্ঘসময় অপেক্ষায় রাখে। অনেকক্ষণ নিশাতের মরদেহ ট্রাকের নিচে পড়ে থাকলেও সেটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এসময় ট্রাকের নিচে পড়ে থাকা মরদেহটি দেখাতেও চায়নি পুলিশ। ঘটনাস্থলে ট্রাকচালক নারীকে গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা নেয়নি। অনেক্ষণ পর পুলিশ জানায় ট্রাকের নিচে পড়ে থাকা মরদেহটি নিশাতের।

শোক জ্ঞাপন করতে আসা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত গার্বেজ ড্রাইভারের বিরুদ্ধে এখনো ক্রিমিনাল চার্জ করা হয়নি। তাছাড়া ড্রাইভারের এলকোহলিক কোন সমস্যা আছে কিনা বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। ট্রাফিক সেইফটি, রাস্তায় পর্যাপ্ত লাইটিং সহ সবাইকে সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্যের গুরুত্ব বেশি দেওয়ার আহবান জানানো হয়।

জানাযা শেষে নিহত নিশাত জান্নাতের মরদেহ নিউ জার্সির বাংলাদেশ সোসাইটির কবরস্থানে দাফন করা হয়।

নিহত ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত তরুণী নিশাত জান্নাত নিউইয়র্কের কুইন্সে বসবাস করতেন মা বাবা ও তিন বোনের সাথে। নিশাত কুইন্সের উডসাইড এলাকার বায়তুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম হেলাল আহমদ এর মেয়ে ৪ বোনের মধ্যে সে ২য়। কাজ করতেন জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডে একটি পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্ট হিসেবে। রোববার রাতে কাজ শেষে ছোট বোনের আবদার মেটাতে জ্যাকসন হাইটস থেকে কেক কিনে বাসায় ফিরছিলেন নিশাত। কিন্তু ফেরা হলোনা নিশাতের। বাসার পাশে পৌছামাত্র একটি ঘাতক গার্বেজ ট্রাক প্রাণ কেড়ে নিলো তাঁর। তার এমন মৃত্যুতে শোকে মূর্ছা যাচ্ছেন মা-বাবা ও ৩ বোন।

রোববার রাত ১১ টা ৫৫ মিনিটে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে উডসাইডের রুজভেল্ট অ্যাভিনিউ ও ৬২তম স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, নিশাত ক্রসওয়াক দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি স্যানিটেশন ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেই জরুরি ইমার্জেন্সী কর্মীরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পরিবার জানায়, নিশাত জ্যামাইকার পারসন্স বুলেভার্ডে একটি পার্কিং গ্যারেজে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। রোববার রাতে কাজ শেষে ছোট বোনের জন্য কেক কিনতে তিনি উডসাইডে নামেন। এরপর দীর্ঘ সময় যোগাযোগ না হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে তার বোন ঘটনাস্থলে পৌছে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পারেন।

দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটির চালক ৩৮ বছর বয়সী এক নারী। এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এর কলিশন ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড ঘটনাটি তদন্ত করছে।

২০১৭ সালে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আসা নিশাতের গ্রামের বাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মোগলাবাজারে। তার অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটিতে নেমে এসেছে গভীর শোক।

রাতভর ফোনালাপ, পারস্য উপসাগরে শান্তির বার্তা

ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধে একটি দ্বিমুখী শান্তি পরিকল্পনার খসড়া উভয় দেশের হাতে পৌঁছেছে। এক মাস ৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা ভয়াবহ যুদ্ধের পর একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা দেখা দিলেও, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালি' খুলে দেওয়ার বিষয়ে এখনো অনড় অবস্থানে রয়েছে তেহরান।



রয়টার্স ও অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাবিত এই শান্তি পরিকল্পনায় দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে ৪৫ দিনের একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে এবং দ্বিতীয় ধাপে একটি স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। এই প্রস্তাবটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে নিবিড় আলোচনা চলছে।

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন বলে জানা গেছে। তিনি গতকাল রোববার দিবাগত সারা রাত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

শান্তি প্রস্তাব হাতে পেলেও ইরান একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তে দ্বিমত পোষণ করেছে। একজন জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সাময়িক যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে তাঁরা এখনই 'হরমুজ প্রণালি' পুনরায় খুলে দেবেন না। এ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন মেনে নিতেও অস্বীকার করেছে তেহরান। উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই হরমুজ প্রণালি দিয়েই পরিবাহিত হয়।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তেহরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত ইরান যদি কোনো চুক্তিতে না আসে এবং হরমুজ প্রণালি খুলে না দেয়, তবে ইরানের জ্বালানি ও পরিবহন অবকাঠামোতে 'নরক নেমে আসবে'।

ট্রাম্পের এই হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আজ উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নতুন করে বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলা এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অব্যাহত হামলার জবাবে ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয় এবং ইসরায়েল ও উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা হামলা চালায়। এর ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে সংকট তৈরি হয়েছে। শান্তি পরিকল্পনার এই খসড়া এখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে আছে বিশ্ব সম্প্রদায়। তবে হরমুজ প্রণালি নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু অনড় দুই পক্ষই

৯-এর পৃষ্ঠার পর দেয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য কমিশন হয়েছে। সেই আলোচনার ফলাফল আজকে বিএনপি মানতে চায় না।'

বিএনপির শরিক দল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সংসদ সদস্য আন্দালিভ রহমান পার্থ বলেন, 'আমরা চাই জুলাই সনদের বিষয়গুলো সংবিধানে আসবে। সংসদের রীতিনীতি মেনেই এটা আসবে। আমার মনে হয়, এটা নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। জুলাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করানোর পায়তারা করা হচ্ছে। বিষয়টি এমন যে, আমরা জুলাই চাই না। উনারা যেন জুলাইয়ের টেন্ডার নিয়েছেন।'

বিএনপির মীর হেলাল উদ্দিন বলেন, 'জুলাই বাস্তবায়ন আদেশে গলদ রয়েছে। এটা নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে জুলাই চেতনার সঙ্গে কতটুকু যায়, তা জানতে চাই। বলা হচ্ছে, বিএনপিকে ফ্যাসিস্ট দলের পরিণতি ভোগ করতে হবে। বিএনপির সবাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। এসব কথা বলে আমাদের উদ্ভ্যক্ত-বিরক্ত ও মব কালচাল সফল হবে না।'

বিএনপির সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, 'আমরা জুলাই সনদের বিরুদ্ধে নই। অক্ষরে অক্ষরে এই সনদ বাস্তবায়ন করতে চাই।'

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে আনোয়ার হোসেনের প্রশ্নঃ
একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার ঐ স্ত্রীর মাধ্যমে আমি গ্রিনকার্ড পেয়েছিলাম। আমি পরে ইউএস সিটিজেনশিপ লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় ঐ সম্পর্ক আর দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমাদের ঐ সংসারে একটি সন্তান আছে। এরপর আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে। আমি বাংলাদেশে অবস্থানকারী আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঐ ঘটনা নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। সেকারণে আমি আপনার পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যখন বাংলাদেশে আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করব তখন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কি না? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের প্রত্যাশায় রইলাম। আশা করি পরামর্শ পাবো।

আনোয়ার হোসেনের প্রশ্নের উত্তর ঃ
আপনার অন্য কোনো রকম সমস্যা না থাকলে আমার ধারণা আপনার প্রথম বিয়ের সমস্যার সৃষ্টি করবে না। আপনার প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান আছে। আমাদের ঐ সন্তান প্রমাণ করে যে আপনাদের বিয়ে ছিল প্রকৃত বিয়ে। সত্যিকারভাবে সংসার করার জন্য আপনাদের ঐ বিয়ে হয়েছিল। আপনাদের তথ্যপত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে আপনাদের প্রকৃত বিয়ে। যেমন বিয়ের ছবি, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ এবং নানাবিধ প্রমাণের ছবি। আপনারা কোথাও ভ্রমণে গেলে সেখানকার টিকেটের কপি, হোটেল ভাড়ার রশিদ ইত্যাদি এসবের প্রমাণ বহন করে। আপনার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে হলে নিম্নের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

১) ম্যারেজ সার্টিফিকেট,
২) ডিভোর্স লেটারের কপি,
৩) আপনার সিটিজেনশিপের কপি,
৪) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ২ কপি করে ছবি।

তারপর আপনার এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্য লাগবেঃ

১) ট্যাক্স রিটার্ন (ডব্লিউ-২ ফরম),
২) জব লেটার,
৩) সিটিজেনশিপের কপি।

আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি যা আগেও আলোচনা করা হয়েছে। ইমিগ্রেশনের ওয়েবসাইট অনেক সহায়ক। ওয়েবসাইট খুব সতর্কতার সাথে দেখে নেবার জন্য আপনাদের পরামর্শ দেই। সামান্য হলে ইউএস সিআইএস সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও কেস ফাইল করার আগে ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। কেস ফাইল করার আগে কয়েকটি স্তর অনুসরণ করা যেতে পারে। ফরম সঠিকভাবে পূরণ করতে নির্দেশাবলী যা উল্লেখ থাকে সেই নির্দেশাবলী ভালো করে অনুসরণ করতে হবে।

প্রত্যেক ফরমের সাথে প্রসেসিং ফি লাগবে। সঠিক ফিস প্রদান জরুরি। যেমন আই-১৩০ ফরমের জন্য সে সময়ের সঠিক ফিস প্রদান করতে হবে। কম বা বেশি প্রদান করলে ইমিগ্রেশন আপনার কাছে ফরম ফেরত পাঠাবে। এতে করে অনেক সমস্যাসহ সময় অনেক বেশি লাগবে।

যথাযথ জায়গায় আবেদন ফাইল করতে হবে। অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ তবে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া শ্রেয়।

এপ্রিল ২০২৬ ভিসা বুলেটিন
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) এপ্রিল ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে এপ্রিল ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হয় এর পূর্বে।

এপ্রিল ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয় নাই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস
প্রথম: (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : মে ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। মে ২২, ২০১৭।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

ডিসেম্বর ২২, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জুন ০৮, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী



মিউট
নাজনীন খলিল

একটা ঝাপসা রাতের ভেতর জুড়ে বসে আছে
আরেকটা কুয়াশামোড়া রাত।
মর্মরের ঘুঙুর বাজার অপেক্ষায় খোলা ছিল একটি জানালা।

তখন।
যখন আমরা শিখে নিয়েছিলাম
অন্ধকারের স্যাঁতসেঁতে আলোয়ানের ভেতর থেকে কিভাবে
সবুজ পায়রা
ওড়াতে হয়,
প্রবল হিমের ভেতরে বেড়ালের ওম মাখা পশমী আমেজ।

ঘোর মহুয়া আর মাদলের মাতাল তালে বেজে যাচ্ছে কেউ।
আমিতো সব মিউটেই দিয়ে রেখেছিলাম!

আমাদের ইদ
নয়ন আহমেদ

লঞ্চের ডেকে
ট্রেনের প্রতিটি কামরায়
বাদুরঝোলা হয়ে বাসে বাসে
এবং কাঁধে তল্পিতল্পা নিয়ে এসে থেমেছে উঠোনে।
তারপর গোলাকার চোখগুচ্ছ উপশম খুঁজছে
শাশ্বত ঘরবাড়ির ভেতর।
মায়ের সান্নিধ্য নামিয়ে এনেছে পূর্ণদৈর্ঘ্য স্থিরতা।
ভাইবোনের কলতান জন্ম দিচ্ছে অন্যকোনও রূপকথা।
বউঝিরা উপন্যাসের চরিত্র থেকে নেমে এসেছে ধবল সন্ধ্যাবেলা।
আর বুড়ো হয়ে যাওয়া বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে রোদ ধার নিয়ে
বসেছেন সবার মাঝে।
ইদ ইদ করছে জলেস্থলে।

আমার চোখজোড়া অশেষ সূর্যের স্বপ্ন দেখছে অবিরত।

আসমানের ওপারে ঈশ্বরের কোন ঘর নেই
মাসুম আহমদ

ঈশ্বর কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে গিয়ে
আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখি,
এক অদৃশ্য হাত মেঘগুলোকে সাজিয়ে রেখেছে।
আসমানকে জিজ্ঞেস করলাম,
এটা কি ঈশ্বরের হাত?
তার কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না,
কিন্তু আসমানের নীরবতাটা আমার খুব পরিচিত লাগল।

জলের ভিতর কিংবা ঢেউয়ের ভিতর ঢুকে বুঝলাম,
তারা আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে
কিন্তু তাদের ভাষাটা আমি এখনো শিখিনি।

মানুষের ভিড়ে কিংবা মানুষের হাসির মাঝে
কিংবা মানুষের কান্নার পাশে,
আকস্মিক হাত ধরা কোনো ভালবাসার মুহূর্তে
কে যেন চুপ করে বসে আছে
কে যেন চুপ করে লুকিয়ে থাকে
কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাই না।

ঈশ্বর কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে গিয়ে
আমি পৃথিবীর সব আসমান ঘুরে ফেললাম,
কোথাও কাউকে পেলাম না।
শুধুমাত্র ফিলস্তিনের আসমানে
এক মুমূর্ষু ঈশ্বরকে পেয়েছিলাম,
যে আমাকে বলেছিলো,
'আমাকে খুঁজ তুমি তোমার বুকের আসমানে'!

এরপর থেকে আমি অনুভব করি
আমার বুকের ভিতর
কে যেন নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায়
কে যেন আমার ভাঙা স্বপ্নগুলো জোড়া লাগিয়ে দেয়,
প্রার্থনায় বা ভালবাসায় জন্ম নেয়া মুহূর্তে
কে যেন চুপচাপ বসে থাকে,
তাকে আমি চিনি না কিংবা
যাকে আমি আদৌ খুঁজি না।

ফুল ফুটুক গুচ্ছ গুচ্ছ
মাহমুদ নজির

দিন দিন ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী
সেই সাথে মানুষজনও ছোট হয়ে যাচ্ছে খুব।

অথচ কথাছিলো পৃথিবী ছোট হলেও
মানুষ সব হয়ে উঠবে
ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমান।

কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে
সারিবদ্ধ গড়ে তুলবে সমতার লাইন,
ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, শ্রেণী, বৈষম্য ভুলে
মানুষ সব হয়ে উঠবে মহৎ মানুষ।

দ্বন্দ্ব, কলহ, লড়াই, ঝগড়া
খুন, হত্যা, ধর্ষণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ
সবকিছু থামিয়ে দিয়ে
জোরেশোরে গাইবে সাম্যের গান।

আমি কেবল প্রতীক্ষায় গুনছি দিন
সেই ক্ষণ, সেই স্নিগ্ধ ভোরের,
ফুল ফুটুক গুচ্ছ গুচ্ছ চৈত্রে হৃদয় বাগানে।



দেখি, পারো কি এড়াতে
ডা. মো. মাশুকুর রহমান

হায়রে মাটির টান, এভাবে, কবিরে রাখে বেঁধে
কুশিয়ারা, সুরমার স্রোত- তার দুই চোখে নদী
জমে থাকা অশ্রু জল, বিভূঁয়ে, হাড়সন অবধি
কঠিন বরফ রূপে, মেটাফোরে, রূপ খানি দেখে!
যতো দূর যাও তুমি, কঠিনের বিদ্যে রূপ শেখে
প্রকৌশলী কভু নও, মাথিউরা- এ গাঁয়ের ছেলে
অন্তরের তলদেশে, কঠিন বরফ নয়, মেলে
খয়েরি মাটির সোঁদা, ভিজায়ে রাখে অন্তর, কেঁদে!

এ কবির আত্মাখানি, নরম পলিতে জানি গড়া
সাগরের নোনা জল, দূরে ঠেলে, মিঠে পানি চায়
পাটিসাপটায় ঘন পূর, গোহালের ননীর মায়ায়
সে-ই মাঠ, সে-ই নদী, স্মৃতি জাগা, ভেতরের নড়া!
কে বলে সে দূর দেশে, পোড়া মনে- স্মৃতির লোবান
এ কবি তো বাংলার, জাগরুক, আমৃত্যু অম্লান!

এই জীবন
আলী আকবর বাবুল

ছিন্নপালে চলছে সময়
গোধূলিও ডুবছে
আমি কেবল দেখে যাই- চলে যাওয়ার ঘোর
পেছনে রয়েছে- কত মুখ!

বারেবারে ডেকে যায় ওই সব মুখ- মাঠের ছায়ায়
চলছি একা, শুনি কত প্রতিধ্বনি
জীবনের বাঁক ঘুরে- ফিরে আসে
মহামায়ায় কত মুখ!
এই জীবন বারেবারে পেছনে ডাকে।

মুনা'র এডুকেশন ক্যাম্প : আত্মশুদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ





নিউইয়র্ক: পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা। তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একজন ঈমানদার ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির অপরিহার্য দাবি হলো আত্মশুদ্ধি। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) 'র নিউইয়র্ক নর্থ জোনের এডুকেশন ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন এসব কথা বলেন।

গত ২৯ মার্চ দিনব্যাপী এডুকেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় কুইন্সে অবিস্থত মুনা সেন্টার অফ জ্যামাইকায় (মসজিদ আর রাইয়্যান)। এতে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান।

দুই শতাধিক সিনিয়র মেম্বার ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ নুরুজ্জামান, ডা: সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু উবাইদা, আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নাহার এর চেয়ারম্যান বিশিস্ট চিকিৎসক আতাউল হক ওসমানী, এমডি। দুপুরে খাবার উদ্বোধন করেন বিশিস্ট আইনজীবি ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এটর্নী মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক সমাধান এর সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশিস্ট ব্যবসায়ী আবু নোমান মোহাম্মদ শাকিল, মুনা ন্যাশনাল ফাইনান্স এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর শেখ জালাল উদ্দিন, মুনা আলবেনী চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট জিয়া উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, তাজকিয়া নফস আত্মিক পরিশুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভের এমন পথ যা পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত। আল্লাহর রাসুস (সা:) এর অনুসারী ও সৎকর্মশীলরাই এ পথে চলতে পারে।

তিনি বলেন, আরবি তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। আত্মার পবিত্রতা হলো কপটতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভ। আর প্রবৃদ্ধি হলো ঈমান ও উত্তম গুণাবলিতে নিজেকে সুসজ্জিত করা। একই সঙ্গে যে পথ মুক্ত হবে সব ধরনের বিদআত, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকৃতি থেকে। যে পথে চললে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়, মনে সজীবতা আসে, ঈমান দৃঢ় হয়, আমলের সৌন্দর্য বাড়ে, চরিত্র সুন্দর হয়, সর্বোপরি মনুষ্যত্ব তৈরি হয়। ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কোনো পথ ও পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন, বস্তুবাদী পৃথিবীর নৈরাজ্যের মধ্যেও আল্লাহর বহু বান্দা তাঁর আনুগত্য, ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন ঈমানে পরিশুদ্ধার ফলে। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে বিশুদ্ধ ঈমান, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও নিখাঁদ ভালোবাসার দীক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালিত করতে হবে। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দরবারের সকলের দৃঢ় ঈমান এবং আত্মার পরিশুদ্ধতার জন্য দোয়া করেন।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ বলেন, রহমানের বান্দারা হবে, সর্বদা বিনয়ী, নম্র, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণে গুণান্বিত। তারা গর্ব ও অহঙ্কারসহ সকল অসদাচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক উন্নয়নে রাতের সালাত (কিয়ামুল লাইলে) অভ্যস্ত হতে হবে। আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, দুনিয়া জীবন খুবই সীমিত, মানুষের আসল স্থান হলো আখেরাত। আখেরাতের অনন্ত জীবন সুন্দর ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে দুনিয়াতে অনৈতিক কাজ পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোনের কার্যকরী কমিটির সদস্য, মাওলানা তোয়াহা আমিন খান, দিদারুল আলম, প্রসেফর দেলোয়ার মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসেম, নূরুস সামাদ চৌধুরী, মঞ্জুর আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কায়কোবাদ কবির, সামসুল আলম প্রমুখ।

তুলসীকে পদে রাখা হবে কি না, উপদেষ্টাদের মত চেয়েছেন ট্রাম্প



দ্য গার্ডিয়ান : যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ডকে সরিয়ে দেওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে গত কয়েক সপ্তাহে নিজের মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তুলসীকে নিয়ে ট্রাম্পের অসন্তোষের কারণ হলো, তিনি তাঁর একজন সাবেক সহকারীকে সুরক্ষা দিয়েছেন, যিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষে ট্রাম্পের যুক্তিকে খাটো করে দেখেছিলেন। আলোচনা সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তির বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

এটি স্পষ্ট নয় যে ট্রাম্প এ ঘটনার জেরে সত্যিই তুলসীকে বরখাস্ত করবেন কি না। বর্তমানে এই পদের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য প্রার্থী নেই। উপদেষ্টারা সতর্ক করে বলেছেন, উত্তরসূরি প্রস্তুত হওয়ার আগে শীর্ষ পর্যায়ের এই পদটি শূন্য হলে তা অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করতে পারে।

তবে ট্রাম্পের এই আলোচনা তুলসীর জন্য একটি অশুভ সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, প্রেসিডেন্ট যখন কোনো পদে পরিবর্তন আনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে শুরু করেন, তখনই সাধারণত উপদেষ্টাদের মতামত নিয়ে থাকেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে ওই দুই ব্যক্তি ব্যক্তিগত এ আলাপচারিতার বিষয়টি জানান।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, গত মাসে ক্যাপিটল হিলে বিশ্বব্যাপী হুমকিবিষয়ক এক শুনানিতে তুলসীর দেওয়া সাক্ষ্যের পর তাঁকে নিয়ে ট্রাম্পের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ওই শুনানিতে জো কেন্টকে তিরস্কার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তুলসী। এর মাত্র কয়েক দিন আগে কেন্ট পদত্যাগ করেছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো আসন্ন হুমকি ছিল না।

জো কেন্ট জাতীয় সন্ত্রাসবিরোধী কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এটি একটি মার্কিন সংস্থা, যা সন্ত্রাসবিরোধী গোয়েন্দা তথ্য সমন্বয় ও বিশ্লেষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, কেন্টের পদত্যাগের ধরন এবং যুদ্ধের সমালোচনা ট্রাম্পকে আগেই ক্ষুব্ধ করেছিল। তবে তুলসী যেভাবে কেন্টকে সমর্থন দিয়েছেন এবং ইরানের ওপর হামলার বিষয়ে প্রশাসনের অবস্থানের পক্ষে শক্তভাবে থাকতে যে অনীহা দেখিয়েছেন, তা নিয়ে ট্রাম্প বিশেষ করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

তুলসীর নেতৃত্বের ওপর এখনো আস্থা আছে কি না, রোববার এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান। এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি বলতে চাইছি, তাঁর চিন্তাভাবনা আমার চেয়ে কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু তার মানে এই নয়, কেউ দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন।'

এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চেউং তুলসী গ্যাবার্ডের দায়িত্ব পালনের সপক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে যেমনটা বলেছেন, পরিচালক গ্যাবার্ড এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ওপর তাঁর আস্থা রয়েছে। তিনি এযাবৎকালের সবচেয়ে মেধাবী ও প্রভাবশালী মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক বিজয় এনে দিয়েছেন।'

দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প সরাসরি কাউকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছেন। অনেক সময় বোঝা মনে করলে কর্মকর্তাদের সরিয়ে অন্য দায়িত্ব দিচ্ছেন। অতি সম্প্রতি তিনি ক্রিস্টি নোয়েমকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে দূত হিসেবে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে বদলি করেছেন।

প্রশাসনের ভেতরে সাধারণভাবে এটি স্বীকৃত যে তুলসীকে প্রায়ই এমন কাজের মুখোমুখি হতে হয়, যেখানে সামান্য ভুল হলেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করতে তাঁকে মাঝেমধ্যে হিমশিম খেতে হয়েছে। প্রথাগতভাবে এই পদের কাজ হলো যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং তাদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও তদারকি করা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তুলসীর যে সাক্ষ্য ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ করেছে, তা মূলত বিদেশি যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের সমালোচনারই প্রতিফলন। পাশাপাশি ২০১৯ সালে কংগ্রেসের কাছে দেওয়া তাঁর আগের বক্তব্যের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে, যেখানে তিনি মনে করতেন যে প্রেসিডেন্ট আইনত আগাম হামলার নির্দেশ দিতে পারেন না।

বিষয়টি নিয়ে জানাশোনা আছে এমন এক ব্যক্তির মতে, তুলসীর সেই সাক্ষ্য মূলত শুনানির আগেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সঙ্গে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের সমর্থনে তুলসী প্রায় প্রতিদিন হোয়াইট হাউসে সময় দিচ্ছেন।

অন্যান্য ক্ষেত্রে তুলসী ট্রাম্পের প্রিয়ভাজন হতে পেরেছেন। এর মধ্যে রয়েছে একটি সরকারি প্রতিবেদন পেশ করা, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের ক্ষতি করে ট্রাম্পের প্রচারণাকে এগিয়ে নিতে রাশিয়া কোনো সহায়তা করেনি। যদিও সেই সময়ে কংগ্রেসের তদন্তে ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছিল।

তবে বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তুলসীর বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের একটি তালিকাও দ্রুত দীর্ঘ হচ্ছে।

ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে তুলসী আইনপ্রণেতাদের কাছে সাক্ষ্য দিলে ট্রাম্প জনসমক্ষেই তাঁর বিরোধিতা করেন। ফর্দো, ইস্পাহান ও নাতাঞ্জে ইরানের পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলোতে হামলার অনুমতি দেওয়ার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'সে ভুল বলছে।'

তুলসী এরপর হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের রোষানলে পড়েন, যখন তিনি কংগ্রেস সদস্যদের সহকারীসহ ৩৭ জনের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করেন। এটি করার অধিকার তাঁর আছে কি না, হোয়াইট হাউস প্রশাসন তা যাচাই করার আগেই তিনি এ সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন।

এমন প্রেক্ষাপটে তুলসীর সহযোগীরা সিআইএর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন, তারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একটি অজুহাত তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও হোয়াইট হাউস পরে বিষয়টি মিটমাট করে দেয়।

ফ্লোরিডায় এশিয়ান প্যাসিফিক কালচারাল ফেস্টিভ্যাল







আশরাফুল হাবিব মিহির: ফ্লোরিডার টেম্পা সিটির উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ কার্টিস হিক্সন ওয়াটারফ্রন্ট পার্কে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক "এশিয়ান প্যাসিফিক আইল্যান্ডার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল"। দিনব্যাপী এ আয়োজনে ৪০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যের এক বর্ণিল মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে অংশগ্রহণ করে "ইন্টার কালচারাল পারফর্মিং আর্টস অ্যান্ড হেরিটেজ" (আই.পি.এ.এইচ)-এর শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সমবেত শিল্পীরা সংগীত পরিচালক শফিকুল ইসলামের পরিচালনায় তিনটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন, যা দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন, শফিকুল ইসলাম, তানজিন আখতার, অজেয় অর্ক, অনন্ত প্রত্যয়, নাসির উদ্দিন, নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি এবং অদিতি দত্ত। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন নিশাত লায়লা লাবিবা এবং সাবরিনা হাসান। বাংলাদেশের পক্ষে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন অরিজিৎ ঘোষ এবং তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইসরাত জাহান মিতা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে দিনব্যাপী দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। এই বিশাল আয়োজনে প্রায় ৯০টির মতো বিভিন্ন ধরনের স্টল মেলার সামগ্রিক আয়োজনকে আরও সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

উৎসবে আগত দর্শনার্থীরা বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং উপভোগ করেন নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। আয়োজকরা জানান, বহুসাংস্কৃতিক এই উৎসব পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলের সংবাদ সম্মেলন



নিউইয়র্ক : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থেমে গেলে এয়ার টিকিটের দাম দ্বিগুণ হতেই হয়ে যেতে পারে। তাই সামারে যারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে চান তারা এখনই টিকিট কনফার্ম করেন, তাহলে তখন তাদের একস্ট্রা পেমেন্ট করতে হবে না।

বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং নিরাপদ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলন ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেল ইনকর্পোরেটেডের সিইও মোঃ শামসুদ্দিন বশির এ কথা বলেন।

সোমবার ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্তোরাঁয় এই মিট দ্যা প্রেসের আয়োজন করা হয়।

মোঃ শামসুদ্দিন আরো জানান,যুদ্ধের কারণে ফ্লাইট শিডিউল নিয়ে সমস্যা হলেও টিকেটের দাম বাড়েনি। টার্কিশ এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ বিমান, ক্যাথেপেসিফিক, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করছে। যদি কেউ আমাদের ওয়েবসাইট www.mybestfly.com এর মাধ্যমে টিকেট কাটেন তাহলে দামেও সস্তা এবং তিনটি প্রমোশনাল অফার পাবেন বলে ওয়ার্ল্ড ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলের সিইও জানান।





১৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হলে আগামী ১৭ই এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে আলোচিত চলচ্চিত্র 'রাক্ষস'। বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে আয়োজিত মিট দ্যা প্রেসে উপরোক্ত তথ্যগুলো জানিয়েছেন গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর।

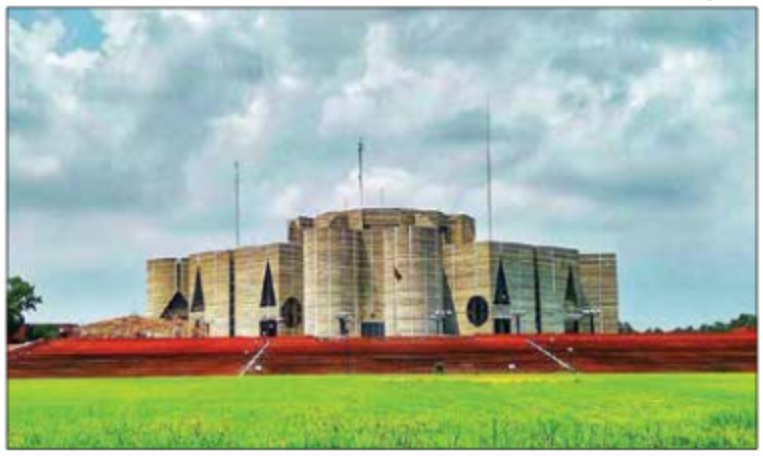
এ সময় চলচ্চিত্রটির সফলতা এবং পরিবেশকের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশের সাবেক জাতীয় ফুটবল খেলোয়াড় আবু জুবায়ের দারা, স্টার গ্রুপের প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর জেএফএম রাসেল।

মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই চলচ্চিত্রের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা নায়ক সিয়াম আহমেদ। বাংলাভাষী চলচ্চিত্র প্রেমীদের একটি উন্নত মানের ছবি উপহার দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে নিউইয়র্কের গ্যালাক্সি মিডিয়া এই ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে পরিবেশনার দায়িত্ব পালন করছে বলে আয়োজকরা জানান।

সংসদে দুই বিল পাশ

চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩২, অবাধ্য হলে বরখাস্ত

বিশেষ প্রতিনিধি : সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারণ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করে আন্দোলন করলে চাকরি থেকে বরখাস্তের কঠোর বিধান রেখে জাতীয় সংসদে দুটি বিল পাশ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা এ সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ রোববার সংসদে কোনো সংশোধনী ছাড়াই কণ্ঠভোটে বিল আকারে পাশ হয়, যাতে সময় লেগেছে ১০ মিনিটেরও কম। তবে বিল পাশের সময় বিরোধী দলের সদস্যদের নীরব থাকা নিয়ে সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে বেশ উত্তাপ ছড়ায়। বিরোধী দল জানায়, বিলের পূর্ণাঙ্গ কপি হাতে না পাওয়ায় তারা হ্যাঁ বা না বলা থেকে বিরত ছিল।



অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৮টি হুবহু এবং ১৫টি সংশোধিত আকারে সংসদে অনুমোদনের সুপারিশ করেছিল জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি। বাকি ২০টির মধ্যে ৪টি রহিত করা এবং ১৬টি পরবর্তীতে আরও শক্তিশালী করে নতুন বিল আনার সুপারিশ করা হয়। রোববার থেকে অধ্যাদেশগুলোকে অনুমোদন দিতে বিল পাশের কাজ শুরু করেছে জাতীয় সংসদ। এদিন পাশ হওয়া বিল দুটির বিষয়ে বিশেষ কমিটির সুপারিশ ছিল, যেন অধ্যাদেশ যেভাবে আছে সেভাবে অনুমোদন করা হয়। এ দুটি বিলের পাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিজীবী সংক্রান্ত মোট চারটি অধ্যাদেশ অনুমোদন পেল।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী আলাদাভাবে বিল দুটি পাশের জন্য সংসদে তোলেন। দুটি বিলের কোনোটিতেই কোনো সংশোধনী প্রস্তাব ছিল না। ফলে বিল দুটি নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি। বিল দুটি সরকারি চাকরি (সংশোধন) বিল এবং 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল করপোরেশন স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ বিল' সরাসরি কণ্ঠভোটে পাস হয়। কণ্ঠভোটে বিরোধী দলের সদস্যদের 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনোটাই বলতে দেখা যায়নি।

পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, সম্পূরক কার্যসূচিতে কিছু বিল আনা হয়েছে। ১৩৩টি অধ্যাদেশ নিয়ে বিশেষ কমিটি প্রতিবেদন দিয়েছে। কিছু অধ্যাদেশ ল্যাপস (বাতিল) করা হয়েছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং জুলাই চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে চান। জবাবে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, বিল দুটি ১৩৩টি অধ্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে পরে সংশোধন করে তিনি বলেন, এ দুটি বিল ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

তখন বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, যেসব অধ্যাদেশ ল্যাপস করার কথা বলা হয়েছে, সব বিষয় সংসদে উত্থাপন করা হোক। আমরা আলোচনায় অংশ নিয়ে কথা বলতে চাই। জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক অধ্যাদেশ সংসদে তোলা হবে। সেখানে আলোচনার সুযোগ থাকবে।

পরে সরকারি চাকরি বিল অনুমোদনের জন্য তোলেন আইনমন্ত্রী। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সংসদকে জানান, বিলের ওপর দফাওয়ারি কোনো সংশোধনী প্রস্তাব নেই। তিনি বিলের দফাগুলো সরাসরি ভোটে দেন। কণ্ঠভোটে বিলের দফাগুলো পাস হয়।

সরকারি দলের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি বিল দুটিতে বিরোধী দল সমর্থন না দেওয়ার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, চাকরির জন্য জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে কিন্তু বিরোধী দল বয়স বৃদ্ধির বিলে সমর্থন না করায় বিস্মিত হয়েছি। এ সময় সংসদের মাইক বিভ্রাট হলে মুলতুবি করেন স্পিকার।

পরে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেন, আমাদের অবশ্যই সমর্থন করা উচিত। আমি তার সঙ্গে একমত। কিন্তু আমাদের সামনে বিলের যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানে মূল কথাগুলো নেই। আমরা অনুরোধ করেছিলাম মূল ট্যাক্সটা থাকবে আর পাশে তার সমাধান অথবা প্রস্তাবনা থাকবে। নামাজের পর এখন ওই কপি আমরা পেয়েছি। এজন্য ধন্যবাদ। বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, তখন আমার সামনে পেপার ছিল না, আমি কীসের ওপরে হ্যাঁ বলব?









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মূল্যণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ফ্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক খাঁর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মান্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন স্থানে নূতনভাবে বিনিয়োগ করতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইবাবহারে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে অনায়াসে সহজে পাঠাতে পারেন।

দেশে কোন জোলপ্রতীয় সম্পত্তি/পরিসম্পদ হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৎ ভোগের সুবিধা নিতে পারেন এবং কুড়ান পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমেন এসেটট ক্লোজিং, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে ধরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098780

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ লক্ষাধিক বোতল 'আই ড্রপ' বাজার থেকে প্রত্যাহার

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিক্রি হওয়া এসব আই ড্রপে জীবাণুমুক্ততা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেওয়ায় সেগুলো বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এই আই ড্রপগুলো উৎপাদন করেছে কেসি ফার্মাসিউটিকেলস । এফডিএ'র জারি করা সতর্কবার্তায় জানানো হয়, বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বিক্রি হওয়া এসব পণ্য প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রাই আই রিলিফ আই ড্রপস ও আর্টিফিশিয়াল টিয়ার্স স্টেরাইল লুব্রিক্যান্ট আই ড্রপস উল্লেখযোগ্য।

এফডিএ এই প্রত্যাহারকে "ক্লাস২" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। এর অর্থ, এসব পণ্য ব্যবহারে সাময়িক বা চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে যায় এমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তবে গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। এর আগে ২০২৩ সালেও অন্য একটি প্রস্তুতকারকের আই ড্রপে ব্যাকটেরিয়া থাকার আশঙ্কায় বড় ধরনের প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেছিল।

সর্বশেষ এই প্রত্যাহারে মোট আটটি ব্র্যান্ডের আই ড্রপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বড় দোকান ও ফার্মেসিতে বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চালান ছিল ড্রাই আই রিলিফ আই ড্রপস, যার এক মিলিয়নেরও বেশি বোতল বাজারে সরবরাহ করা হয়েছিল।

যেসব আই ড্রপ প্রত্যাহার করা হয়েছে: প্রায় ১০,২৩,০৯৬ বোতল ড্রাই আই রিলিফ আই ড্রপস (১৫ মিলিলিটার)। প্রায় ৫,৮৯,৮৪৮ বোতল আর্টিফিশিয়াল টিয়ার্স স্টেরাইল লুব্রিক্যান্ট আই ড্রপস। প্রায় ৩,৭৮,১৪৪ বোতল স্টেরাইল আই ড্রপস অরিজিনাল ফর্মুলা। প্রায় ৩,১৫,১৪৪ বোতল স্টেরাইল আই ড্রপস রেডনেস লুব্রিক্যান্ট। প্রায় ৩,০৩,২১৬ বোতল আই ড্রপস অ্যাডভান্সড রিলিফ। প্রায় ২,৪৫,১৮৪ বোতল আল্ট্রা লুব্রিকেটিং আই ড্রপস। প্রায় ১,৮২,৪২৪ বোতল স্টেরাইল আই ড্রপস এসি। প্রায় ৭৪,০১৬ বোতল স্টেরাইল আই ড্রপস সুথিং টিয়ার্স।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের কাছে এসব আই ড্রপ রয়েছে তারা ব্যবহার বন্ধ করে পণ্যটি দোকানে ফেরত দিতে পারেন বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

এফডিএর মতে, চোখের ড্রপের ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দূষিত আই ড্রপ ব্যবহারে চোখে সংক্রমণ বা অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে।

বাফেলোতে শরণার্থী নুরুল আমিনের মৃত্যু 'হত্যাকাণ্ড' ঘোষণা

শেষ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে এক রহস্যজনক ও মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

তথ্যমতে, এরি কাউন্টি মেডিকেল এক্সামিনার অফিস জানায় তার মৃত্যু হয়েছে ডুওডেনাল আলসার ফেটে যাওয়ার জটিলতায়, যা তীব্র ঠান্ডা (হাইপোথারমিয়া) ও পানিশূন্যতার কারণে আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ঘটনাটিকে 'হোমিসাইড' বা হত্যাকাণ্ড হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যার অর্থ, এই মৃত্যু অন্য কারও কাজ বা অবহেলার ফল হতে পারে, যদিও সরাসরি অপরাধ প্রমাণ এখনো হয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন ইউএস কাস্টমস এন্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) কর্মকর্তারা তাকে একটি কফি শপের সামনে নামিয়ে দেন। সংস্থাটির দাবি, তখন তার মধ্যে কোনো গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি এবং তাকে একটি "উষ্ণ ও নিরাপদ" স্থানে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু সেই সময় দোকানটি বন্ধ ছিল। ফলে প্রায় অন্ধ এবং ভাষাগতভাবে অক্ষম একজন মানুষকে কার্যত রাস্তায় একা ফেলে রাখা হয়। পরিবার তার মুক্তির অপেক্ষায় থাকলেও, তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি তাদের জানানো হয়নি। ২২ ফেব্রুয়ারি তার আইনজীবী নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন।

অবশেষে ২৪ ফেব্রুয়ারি কে ব্যাংক সেন্টারে একটি স্টেডিয়ামের কাছে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কীভাবে তিনি কয়েক মাইল দূরে সেখানে পৌঁছালেন, কিংবা ঠিক কখন তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনো অস্পষ্ট।

এ ঘটনায় নিউইয়র্কে এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নুরুল আমিন শাহ আলম গণহত্যার ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অবহেলিত অবস্থায় একা কষ্ট ভোগ করেছেনড়্যা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য।

তিনি আরও জানান, ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে তার দপ্তরের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং নিউইয়র্কে বসবাসকারী কারও সঙ্গেই এমন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না।

এই মৃত্যুর পর মানবাধিকারকর্মী ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। তাদের মতে, এটি শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা ও সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করে।

ট্যাক্স সিজনে রেকর্ড ই-ফাইলিং: গড় রিফান্ড ৩,৫৭১ ডলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ই লে ক ট্রি নি ক পদ্ধতিতে কর জমা দিচ্ছেন।

আইআরএসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৮০ শতাংশের বেশি রিফান্ড ২১ দিনের মধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। গড় রিফান্ডের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৫৭১ ডলার, যা গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট রিফান্ডের পরিমাণ ইতোমধ্যে ২০২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে।

চলতি ট্যাক্স মৌসুমে করদাতারা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত রিফান্ড পাচ্ছেন। সংস্থাটির প্রধান ফ্র্যাঙ্ক জে. বিসিগনানো বলেছেন, "দুই সপ্তাহেরও কম সময় বাকি থাকতে আমরা সেরা সেবা দিতে সক্ষম হয়েছি।"

এছাড়া, প্রযুক্তির ব্যবহারে বড় ধরনের অগ্রগতি দেখা গেছে। প্রায় ৯৮ শতাংশ করদাতা ইলেকট্রনিকভাবে রিটার্ন দাখিল করেছেন, এবং একই হারে রিফান্ড সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরাসরি ডিপোজিট ব্যবস্থাই দ্রুত ও নিরাপদ রিফান্ড নিশ্চিত করার প্রধান কারণ।

আইআরএস করদাতাদের পরামর্শ দিয়েছে, রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় অবশ্যই সঠিক ব্যাংক তথ্য প্রদান করতে। কারণ ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে রিফান্ড প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে করদাতারা 'Where's My Refund' টুল বা অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

প্রায় ১ শতাংশ করদাতা 'CP53E' নামে একটি নোটিশ পেয়েছেন, যেখানে জানানো হয়েছে তাদের ব্যাংক তথ্য অনুপস্থিত বা ভুল। তবে আইআরএস জানিয়েছে, এতে রিফান্ড বাতিল হয় না বরং সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তথ্য হালনাগাদ করা হয়। সঠিক তথ্য দেওয়ার পর সাধারণত সাত দিনের মধ্যেই রিফান্ড প্রদান করা হয়।

যেসব করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের জন্য কাগজের চেকের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তবে এতে সময় বেশি লাগে সাধারণত সরাসরি ডিপোজিটের তুলনায় এক থেকে তিন সপ্তাহ বেশি।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের ট্যাক্স মৌসুমে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার, দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ এবং উচ্চমাত্রার ই-ফাইলিং অংশগ্রহণ করদাতাদের জন্য একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। আইআরএস বলছে, ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নিউইয়র্ক সিটিতে সবচেয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ ম্যানহাটন : চালকরাও ঝুঁকিপূর্ণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। বিশেষ করে যারা নিয়মিত ম্যানহাটনে গাড়ি চালান তারা জানেন কতটা চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ। এবার সেটিই পরিসংখ্যান দিয়ে নিশ্চিত করেছে লেন্ডিং ট্রি (LendingTree) এর এক সাম্প্রতিক গবেষণা। তবে নতুন এক গবেষণা বলছে, এই চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ম্যানহাটনে। সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সিটির পাঁচটি বরোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনাপ্রবণ ম্যানহাটন ও সেখানকার চালকরা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

লেন্ডিং ট্রি গবেষণাটি চালকদের প্রতি ১,০০০ জনে গড় দুর্ঘটনা ও ঘটনার সংখ্যা বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়েছে। সেই হিসাবে ম্যানহাটনে প্রতি ১,০০০ চালকের মধ্যে ৩৯.৬টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে যা সিটির মধ্যে সর্বোচ্চ। ব্যস্ত রাস্তা, ঘন যানজট, এবং ক্রমাগত চাপের মধ্যে গাড়ি চালানো এসবই এই উচ্চ সংখ্যার পেছনে বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ম্যানহাটনের পরেই রয়েছে স্টেটেন আইল্যান্ড, কুইন্স ও ব্রুকলিন । এসব এলাকায় প্রতি ১,০০০ চালকের মধ্যে গড়ে ২৮.৮ থেকে ৩০.৫টি ঘটনার রেকর্ড পাওয়া গেছে। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে ব্রঙ্কস। যেখানে এই সংখ্যা সবচেয়ে কম, ব্রঙ্কসে প্রতি ১,০০০ জনে ২৬.৮টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ চালক হলো তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে ২৯ বছরের নিচে, যাদের সাধারণত জেন জি বলা হয়। এই গোষ্ঠীর চালকদের মধ্যে প্রতি ১,০০০ জনে গড়ে ৬০.১টি ঘটনা ঘটছে, যা অন্য সব বয়সসীমার তুলনায় অনেক বেশি।

এর তুলনায় মিলেনিয়াল ও জেন এক্স প্রজন্মের চালকদের মধ্যে দুর্ঘটনার হার প্রায় অর্ধেক প্রতি ১,০০০ জনে গড়ে ৩০.২ থেকে ৩৪.৭টি। সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন বেবি বুমার প্রজন্ম, যাদের মধ্যে প্রতি ১,০০০ চালকের ক্ষেত্রে মাত্র ২৫.১টি ঘটনা ঘটছে।

গবেষণায় আরও একটি আকর্ষণীয় দিক উঠে এসেছেড্রাইভিত্তিক বিশ্লেষণ। সেখানে দেখা গেছে, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে বুইক ব্র্যান্ডের গাড়িচালকদের মধ্যেই দুর্ঘটনার হার সবচেয়ে বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, ট্রাফিক নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই তিনটির সমন্বয়েই কেবল পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব।

অভিবাসীদের 'বাধ্যতামূলকভাবে আটক' রাখা যাবেনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

অঙ্গরাজ্যের একটি ফেডারেল আদালতের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক রিচার্ড বোলওয়্যার দ্বিতীয়। আদালতের মতে, এই নীতি ফেডারেল আইনের পরিপন্থী এবং এতে আটক ব্যক্তিদের জন্য "অপূরণীয় ক্ষতি" তৈরি হয়।

এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যেসব অভিবাসী দেশ থেকে বহিষ্কারের মুখে রয়েছেন তাদের প্রায় সবাইকে আটক রাখতে হবে। এমনকি কেউ বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও বা তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের রেকর্ড না থাকলেও তাকে আটক রাখা হতে পারে।

এই নীতিকে প্রশাসন তাদের ব্যাপক অভিবাসী বহিষ্কার কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরেছিল। তবে আদালতের সাম্প্রতিক এই রায়ের ফলে নেভাদায় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬০ জন পর্যন্ত অভিবাসী জামিনের আবেদন করে মুক্তির সুযোগ পেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই মামলায় আবেদনকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন এর নেভাদা শাখা। সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক আতার হাসিবুল্লাহ বলেন, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে, এই রায় কার্যকর হলে বহু অভিবাসী তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

নেভাদায় অভিবাসন অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে আইস এর সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতার বিরোধিতা করে আসছিল। তাদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসন গ্রেপ্তার বেড়ে গেলেও অধিকাংশ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধের কোনো ইতিহাস নেই।

অন্যদিকে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আইস আইন অনুযায়ী কাজ করছে এবং আদালতের সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলবে, যতক্ষণ না সর্বোচ্চ আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়।

এই রায়ের প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যেতে শুরু করেছে। ইউনিভার্সিটি অব নেভেদা এর অভিবাসন ক্লিনিকের পরিচালক মাইকেল কেগান জানান, এই সপ্তাহেই কিছু অভিবাসীর জামিন মঞ্জুর হয়েছে, যা আগের নিয়মে সম্ভব হতো না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জামিনে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ একজন অভিবাসীর জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এতে তারা মামলার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকাকালীন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন এবং সন্তানদের সঙ্গে থাকতে পারেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ৭ এপ্রিলের মধ্যে অভিবাসন আটক কেন্দ্রগুলোতে এই রায় সম্পর্কে নোটিশ টাঙাতে হবে। আর ১৪ এপ্রিলের মধ্যে আটক ব্যক্তিদের আদালতে তাদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র সরবরাহ করতে হবে।

এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল দুই অভিবাসী ভিক্টর রামিরেজ ও এডগার আলকান্তার-এর পক্ষে। তারা দুজনই অল্প বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক দণ্ড ছিল না। মামলার পর তারা দুজনই জামিন শুনানির সুযোগ পান।

১০ লাখ নিউইয়র্কারের জন্য ফ্রি সাবওয়ে-বাস রাইডের প্রস্তাব

শেষ পৃষ্ঠার পর

সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ২২,৬০০ ডলার পর্যন্ত তারা সাবওয়ে ও বাস ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড় পান। নতুন প্রস্তাবে সেই ছাড়কে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভ্রমণে রূপান্তর করার কথা বলা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১০ লাখ নিম্ন আয়ের নিউইয়র্কবাসী উপকৃত হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে সিটির এই সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষ, যদিও যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সংখ্যা অনেক বেশি।

প্রস্তাবটি সরাসরি পুরো সিটির জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ধারণা থেকে ভিন্ন। এর আগে মেয়র জোহরান মামদানী সিটির সব বাস যাত্রীদের জন্য ফ্রি ট্রান্সপোর্টের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচনকালীন সময়ে। নতুন পরিকল্পনা শুধুমাত্র দরিদ্র নাগরিকদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে সাবেক গভর্নর অহফৎবা ঈঁড়সড় অতীতে একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সাবওয়ে ও বাস ভাড়া সম্পূর্ণ মওকুফের কথা বলা হয়েছিল।

বর্তমানে "ফেয়ার ফেয়ারস" কর্মসূচির জন্য সিটির বাজেটে প্রায় ১২১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রয়েছে। তবে নতুন প্রস্তাব বাস্তবায়নে কত অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে তা সিটি কাউন্সিল এখনও স্পষ্ট করেনি।

মেয়র দপ্তরের মুখপাত্র মেট্রপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটির (এমটি)-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, তারা মেয়রের অবস্থানকে সমর্থন করছে এবং বাজেট ঘাটতি পূরণের বিকল্প রাজস্ব উৎসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে।

পরিবহন বিশেষজ্ঞ ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নিম্ন আয়ের মানুষের যাতায়াতে বড় পরিবর্তন আসবে। তবে তারা একই সঙ্গে যোগ্যতার সীমা বাড়িয়ে আরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়সঃ ২৭, উচ্চতাঃ ৫'৮", কমপ্লেক্সশনঃ উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়াঃ ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী প্রাইমারীতে ৬ বাংলাদেশি

শেষ পৃষ্ঠায় পর হবে।

২০২৬ সালের এই নির্বাচনে ছয়জন বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তাঁরা হলেন নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে মেরী জোবাইদা, ডিস্ট্রিক্ট ৩০ থেকে শামসুল হক, ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ থেকে জাকির চৌধুরী (সিপিএ), ডিস্ট্রিক্ট ৩৭ থেকে পিয়া রহমান, ডিস্ট্রিক্ট ৩২ থেকে মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি এবং ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে মাহতাব খান।

তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্টে ভোটারদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পিটিশন জমা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনাও হয়েছে।

স্টেট এসেম্বলী প্রাইমারী নির্বাচনের ৬ প্রতিদ্বন্দ্বি নিজ নিজ পেশাগত অভিজ্ঞতা ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে এসেছেন। নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে প্রার্থী মেরী জোবাইদা দীর্ঘদিন ধরে নারী নেতৃত্ব, শিক্ষা উন্নয়ন এবং অভিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কমিউনিটির নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর প্রার্থী শামসুল হক এনওয়াপিডি কর্মকর্তা ছিলেন। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে একজন বাংলাদেশি হিসেবে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বর্তমানে অভিজ্ঞ কমিউনিটি সংগঠক, যিনি ছোট ব্যবসা, এবং অভিবাসীদের আইনি সহায়তা নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন।

ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ থেকে প্রার্থী জাকির চৌধুরী (সিপিএ) পেশায় একজন চার্টার্ড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট। অর্থনীতি, করনীতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা তিনি জনসেবায় কাজে লাগাতে চান।

ডিস্ট্রিক্ট ৩৭-এর প্রার্থী পিয়া রহমান গণমাধ্যম ও কমিউনিটি অ্যাডভোকেসির সঙ্গে যুক্ত থেকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা এবং জননিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেছেন।

অন্যদিকে, ডিস্ট্রিক্ট ৩২-এর প্রার্থী মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি কমিউনিটি সংগঠন, যুব উন্নয়ন এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত।

ডিস্ট্রিক্ট ২৪-এর প্রার্থী মাহতাব খানও একজন সক্রিয় কমিউনিটি সংগঠক, যিনি দীর্ঘদিন ধরে মূলধারার রাজনীতি, সামাজিক সেবা, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে আসছেন।

আগামী ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী নির্ধারণ করা হবে, যারা পরবর্তীতে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নিউইয়র্কে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রভাব বেশি হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রাইমারি নির্বাচনই মূল প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই নির্বাচনে অংশ নিতে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে নিউইয়র্ক বোর্ড অব ইলেকশন অফিসে প্রার্থীতার আবেদন জমা দিতে হয়। সাধারণত এপ্রিল মাসের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মোট ১৫০টি আসন নিয়ে গঠিত, যেখানে প্রতিটি সদস্য দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই আইনসভা রাজ্যের বাজেট অনুমোদন, আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই নির্বাচনে জয়ী হওয়া মানে সরাসরি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশি প্রার্থীদের এই সম্মিলিত অংশগ্রহণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান তৈরি করলেও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এবার সেই ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সাশ্রয়ী বাসস্থান, জননিরাপত্তা এবং অভিবাসী অধিকারকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রচারণা কৌশল ব্যবহার করছেন।

এছাড়া, এই নির্বাচন বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রার্থীদের সমর্থনে কাজ করছে এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রচারণা চালাচ্ছে।

তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টেই অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে বাংলাদেশি প্রার্থীদের। অর্থ সংগ্রহ, প্রচারণা পরিচালনা এবং মূলধারার ভোটারদের কাছে পৌঁছানো সবকিছুই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তবুও আশাবাদী কমিউনিটির নেতারা মনে করছেন, এই অংশগ্রহণ ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করবে। যদি এই প্রার্থীদের মধ্যে কেউ জয়লাভ করেন, তবে তা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয় পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন হবে।

উল্লেখ্য, প্রাইমারি নির্বাচনের পর নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে রিপাবলিকানসহ অন্যান্য দলের প্রার্থীদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই হবে।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS



ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮



ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন



শেষ পৃষ্ঠার পর কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর রহমান খান হারুন, বিএনপি নেতা জাফর তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ শাহাজাহান, ও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম। কোরআন তেলওয়ান করেন আশিকুল হক ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদ আনোয়ার জাহিদ, বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, এজিএম জাহাঙ্গির হাসাইন, আব্দুর রহিম, শরিফুল হক খালিশদার, শোহেব আহম, মোহাম্মদ আলী রাজা, সেবুল খান মাহবুব, উত্তম বনিক, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মোমতাজ আহমদ, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, হামিদুল্লাহ হামিদ রকি, শেখ আক্তার হোসেন নান্নু, মোহাম্মদ ইউছুফ, তপদির রায় বরুন, সেলিনা বেগম, বেগ ইসলাম মিটু, শামীম মিয়া, বাদল আমদ, দেলওয়ার হোসেইন, মাহবুব চৌধুরী, সুলেমান সরকার ও জাকির হোসেন বাচ্চু প্রমুখ ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়নে দলীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শকে ধারণ করে আগামী দিনে রাজনৈতিক সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। দেশে গণতন্ত্রকে টেকসই ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনপিকে সুসংগঠিত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রধান বক্তা জসীম ভূইয়া বলেন স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানকে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার উজ্বল উদাহরণ। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে । অনুষ্ঠানের শুরুতে দুদেশের জাতীয় সঙ্গিত ও দলীয় সঙ্গিত পরিবেশন করা হয় ।

--- প্রেস বিজ্ঞপ্তি





১৭ মে নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড'

হয়। এতে বক্তারা সকল বাংলাদেশিকে প্যারেডে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্যারেড আয়োজন কমিটির চেয়ারপারসন এটর্নী মঈন চৌধুরী, কনভেনার গিয়াস আহমেদ, সদস্য সচিব ফাহাদ সোলাইমান, কো-চেয়ার ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ফেমড রকি এবং গ্র্যান্ড স্পন্সর এনওয়াই হোমকেয়ারের ডাইরেক্টর ফয়সাল আজিজ। আগামী ১৭ মে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউতে প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।





বক্তারা আরও বলেন, এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরবে। এবার বিনামূল্যে আপনার সংগঠন রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

প্যারেডের যৌথ আয়োজক জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন, হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস ও ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল। আয়োজকরা জানান, প্যারেড সফল করতে ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আয়োজকরা আশা করছেন, এবারের আয়োজন আগের চেয়ে আরও বর্ণাঢ্য হবে।





The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ২৮ : সোমবার, এপ্রিল ০৬, ২০২৬
চৈত্র ২৩, ১৪৩২, শাওয়াল ১৭, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 28 : April 06, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ লক্ষাধিক বোতল 'আই ড্রপ' বাজার থেকে প্রত্যাহার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বড় ফার্মেসি ও খুচরা দোকানে বিক্রি হওয়া চোখের ড্রপ নিয়ে বড় ধরনের সতর্কতা জারি হয়েছে। জীবাণুমুক্ততার সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে ৩১ লাখেরও বেশি বোতল আই ড্রপ বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ইউএস ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) জানিয়েছে, বিভিন্ন বড় খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অভিবাসীদের 'বাধ্যতামূলকভাবে আটক' রাখা যাবেনা – ফেডারেল বিচারকের রায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের মুখে থাকা সব অভিবাসীকে 'বাধ্যতামূলকভাবে আটক' করে রাখা যাবে না। তাদের জামিন দেয়া উচিত এমন একটি রায় দিয়েছেন নেভাদা অঙ্গরাজ্যের ফেডারেল আদালত বিচারক। আদালত বলেছে, দেশ এই রায়ের ফলে অনেক অভিবাসী এখন জামিনের আবেদন করে মুক্তির সুযোগ পেতে পারেন। দ্য নেভাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসনের "বাধ্যতামূলক আটক" নীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন নেভাদা ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশীয় রাজনীতি নয়, মুলধারায় এগিয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি

নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী প্রাইমারীতে ৬ বাংলাদেশি



বাঁ থেকে ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ মেরী জোবাইদা, ডিস্ট্রিক্ট ২৪ মাহতাব খান, ডিস্ট্রিক্ট ৩০ শামসুল হক, ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ জাকির চৌধুরী (সিপিএ), ডিস্ট্রিক্ট ৩২ মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি, ডিস্ট্রিক্ট ৩৭ পিয়া রহমান।

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের রাজনীতিতে ২০২৬ সালের স্টেট অ্যাসেম্বলি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারি নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ আগ্রহ। কারণ এবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিচ্ছেন। এটি শুধু একটি নির্বাচন নয় বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বপ্ন, সম্ভাবনা এবং নেতৃত্বের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়াও পেশাগত দায়িত্বে অবদান রাখার পাশাপাশি এবার বাংলাদেশিদের নেতৃত্ব দানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি-আমেরিকানরাও ভবিষ্যতে মূলধারার রাজনীতিতে নিজেদেরকেও সক্রিয় করার সম্ভাবনা তৈরী ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১০ লাখ নিউইয়র্কারের জন্য ফ্রি সাবওয়ে-বাস রাইডের প্রস্তাব

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির নিম্ন আয়ের বাসিন্দাদের জন্য গণপরিবহনে বড় ধরনের স্বস্তির প্রস্তাব এসেছে। সিটি কাউন্সিলের নতুন বাজেট পরিকল্পনায় প্রায় ১০ লাখ মানুষের জন্য সাবওয়ে ও বাস ভাড়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমান মেয়র জোহরান মামদানী সিটি কাউন্সিলের এমন বাজেট পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। তার মতে, কর না বাড়িয়ে বা অতিরিক্ত রাজস্ব ছাড়াই বাজেট ঘাটতি পূরণের দাবি বাস্তবসম্মত নয়। তিনি ধনী নাগরিকদের ওপর কর বাড়ানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।



সিটি কাউন্সিল স্পিকার জুলী ম্যানিন বুধবার ঘোষণা করেন, বিদ্যমান "ফেয়ার ফেয়ারস" কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে নিম্ন আয়ের নিউইয়র্কবাসীদের জন্য পুরো ভাড়া মওকুফ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় যেসব বাসিন্দার আয় এক ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাফেলোতে শরণার্থী নুরুল আমিনের মৃত্যু 'হত্যাকাণ্ড' ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহরে রোহিঙ্গা শরণার্থী নুরুল আমিন শাহ আলমের মৃত্যু নিয়ে তদন্তে নাটকীয় মোড় এসেছে। ময়নাতদন্তে ঘটনাটি 'হত্যাকাণ্ড' হিসেবে নিশ্চিত হওয়ার পর এই মৃত্যু ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন, উদ্বেগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসীদের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা প্রায় দৃষ্টিহীন ৫৬ বছর বয়সী নুরুল আমিন শাহ আলম ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ৩১ শে মার্চ বুধবার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে লন্ডন থেকে ভার্চুয়েলী বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রাকচাপায় নিহত নিশাতকে অশ্রুজলে শেষ বিদায়

স্যানিটেশন ট্রাকের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্সের উডসাইডে বেপরোয়া ট্রাকের চাপায় নিহত ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত তরুণী নিশাত জান্নাতকে অশ্রুজলে শেষ বিদায় জানালেন পরিবার, স্বজন ও কমিউনিটির লোকজন। নিশাতের মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুতে মঙ্গলবার ৩১ মার্চ উডসাইডে তার জানাজার নামাজে উপস্থিত স্বজন ও কমিউনিটির লোকজনের মধ্যে আবেগঘন ও শোকার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেখানে উপস্থিত কমিউনিটি ব্যক্তিত্বরা সিটি প্রশাসন ও পুলিশের প্রতি দাবি জানান সিটির স্যানিটেশন ও গার্বেজ ট্রাকচালকদের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে।

জানাজার আগে নিহতের স্বজন ও কমিউনিটির নেতারা শোক প্রকাশ করেন। নিহতের ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটিতে সবচেয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ ম্যানহাটন : চালকরাও ঝুঁকিপূর্ণ

গবেষণার পরিসংখ্যান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্যস্ত সড়কে গাড়ি চালানো বরাবরই চ্যালেঞ্জিং। এর মধ্যে ম্যানহাটনে গাড়ি চালানো যে কতটা দূর্বেধ্য, এ বিষয়ে অনেক চালকেরই অভিজ্ঞতা ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

১৭ মে নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে আগামী ১৭ মে অনুষ্ঠিত হবে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬'। বর্ণাঢ্য এই আয়োজনে গ্র্যান্ড মার্শাল হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন এনওয়াই হোমকেয়ারের সিইও এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ।

বুধবার (১ এপ্রিল) এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্যাক্স সিজনে রেকর্ড ই-ফাইলিং: গড় রিফান্ড ৩,৫৭১ ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৬ সালের ট্যাক্স মৌসুম প্রায় শেষের পথে, আর এই সময়ে করদাতাদের জন্য সুখবর দিয়েছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস)। আইআরএস জানিয়েছে, এবার রিফান্ড প্রক্রিয়া দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এবং অধিকাংশ মানুষই ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন











Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com